এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ অবশেষে কাটল জট, চিংড়িঘাটায় রাতের অন্ধকারে শুরু মেট্রোর কাজ
নারী সুরক্ষা, শিশু কল্যাণ, দুর্নীতি দমনে জিরো টলারেন্স ৩

কলকাতা ১৩ মে ২০২৬ ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.05.2026, Vol.19, Issue No. 330, 8 Pages, Price 3.00

আগুনে মৃত ৫

■ তপসিয়ার বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পাঁচতলার ওই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার ঘটনায় অন্তত ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও কয়েক জন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে তপসিয়ার ৫০/১ জিজে খান রোডের ঠিকানায় এক বহুতলের দোতলায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে আটকে পড়েন পাঁচ-ছ'জন। আগুন লাগার বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়েরা খবর দেন দমকলে। তিলজলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নেতৃত্বে এই কমিটি গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করবে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

‘সাহসী’ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হারের ধাক্কা সামলে কবিতায় ফিরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ মে লিখলেন ‘সাহসী’। ২০২৬-এর ভোটে তৃণমূলের পতনের পর এই প্রথম। বরাবর বাংলায় লিখলেও এবার ভাষা বদল। উনিশ লাইনের কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে সাহস, আত্মবিশ্বাস আর লড়াইয়ের কথা। লিখেছেন, ‘সাহসী ও শক্তিশালী হও। আত্মবিশ্বাস থাকলে কেউ ছুঁতে পারবে না।’ নিষ্ঠুরদের হাসিমুখে মোকাবিলার ডাক দিয়েছেন। আশ্বাস, ‘ভালো কাজ চিরকাল থাকবে। শেষ জয় তোমারই।’

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

ইভিএম নিয়ে গুজব রটিয়ে গ্রেপ্তার গর্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলের পরেই কড়া পদক্ষেপ। ভোটযন্ত্র নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ‘বাংলা পক্ষ’র প্রধান গর্গ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁকে তুলে নেয় কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগ। বুধবার আদালতে তোলা হবে।

অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের আগে ইভিএম নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন গর্গ। রাতে সিল করার পরেও গণনার সময় যন্ত্র খারাপ হচ্ছে কেন, এই প্রশ্ন তুলে বিতর্ক বাধান। ‘বেলার দিকে কমিশনের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে’, এমন মন্তব্যও করেছিলেন। ভোটারদের ভিভিপ্যাট খুঁটিয়ে দেখার পরামর্শ দেন। এরপরই নির্বাচন কমিশনের আর্জিতেই সাইবার বিভাগে মামলা হয়।

২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করা ‘বাংলা পক্ষ’ বাঙালি অস্মিতা, সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ও চাকরিতে বাঙালির অগ্রাধিকারের দাবি তোলে। হিন্দি বলয়ের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধেও সরব তারা।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, ৪ মে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই গ্রেপ্তার তাৎপর্যপূর্ণ। ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার দায়ে কড়া বার্তা দিতে চাইছে নতুন প্রশাসন। একদিকে নির্বাচনী স্বচ্ছতার পক্ষে অবস্থান, অন্যদিকে বাঙালি অস্মিতার কণ্ঠরোধ, এই দুই মেরুর টানাপড়েনেই আটকে গেল গর্গের স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ফাঁস, বাতিল নিট

তদন্তে সিবিআই, রাজস্থান থেকে আটক ৪৫

নয়াদিল্লি, ১২ মে: ফের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ। বাতিল নিট ইউজি ২০২৬। সারা দেশে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয় গত ৩ মে। কিন্তু তার পরই দুর্নীতির অভিযোগ আসতে থাকে। তার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে পরীক্ষা বাতিলের। জানানো হয়েছে ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিকে গোটা পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ।

কী ভাবে ফাঁস হল নিট ইউ-র প্রশ্ন, তা তদন্ত করে দেখার ভার সিবিআইয়ের হাতে সঁপেছে কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রাজস্থান থেকে প্রায় ৪৫ জনকে আটক করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ছাপাখানা থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে থাকতে পারে। ফলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে এনটিএ সব রকম ভাবে তদন্তে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে। সূত্রের খবর, হাতে লেখা একটি প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনায় মোদী সরকারকে তুলোধোনা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তাঁর তোপ, ‘নিট এখন নিলামে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে।’

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র (এনটিএ) তরফে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর তাদের মনে হয়েছে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে। তাই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিবৃতিতে এনটিএ জানিয়েছে, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এই পরীক্ষাকে মান্য স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার খাতিরেই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত বলে সংস্থার দাবি। শীঘ্রই নতুন পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে বলে এনটিএ জানিয়েছে।

নতুন করে পরীক্ষার্থীদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। পুরনো তথ্য ব্যবহার করেই তারা পরীক্ষার আয়োজন করবে। এ জন্য আলাদা কোনও আবেদনমূল্য দিতে হবে না পরীক্ষার্থীদের। এমনকি পরীক্ষাকেন্দ্রও একই থাকবে সব পরীক্ষার্থীর। তবে, নতুন করে অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার আগে তা সংগ্রহ করে নিতে হবে।

এ দিকে পরীক্ষা বাতিলের জেরে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ছাত্রবিক্ষোভ। কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই)-এর মঙ্গলবার দুপুরেই বিক্ষোভ দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সদর দপ্তর মধ্য দিল্লির শাস্ত্রী ভবনের সামনে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই প্রথম নয়, এর আগেও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষা বাতিল করেছে এনটিএ।

শ্রীভূমি থেকে শ্রীঘরে, দশ দিন ইডি হেপাজতে সুজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাদের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, অতিমারির সময়ে সুজিতদের রেস্তরাঁ বন্ধ থাকলেও কোটি টাকার উপর লেনদেন হয়েছে। তিনি প্রভাবশালী ছিলেন, এখন তিনি ছাড়া পেলে তদন্ত প্রভাবিত করবেন বলে ইডির আশঙ্কা। তাদের তরফে সুজিতকে ১০ দিনের জন্য হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করা হয়। সুজিতের আইনজীবীর প্রশ্ন, ২০২২-২৩ সালের নথির ভিত্তিতে কেন এখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাঁর মক্কেলকে। সিবিআই পুরনিয়োগ মামলায় যে চার্জশিট দিয়েছে, তাতেও সুজিতের নাম নেই বলে সওয়াল করেছেন তাঁর আইনজীবী। আদালত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আবেদন মেনে ১০ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিল।

ইডির আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, প্রথমে সুজিত সমনে সাড়া দেননি। পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যান। তাদের অভিযোগ, সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিচ্ছেন না রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। তদন্তে অসহযোগিতা করেছেন। ইডির দাবি, এর পর তিনি ছাড়া পেলে অন্যদের সতর্ক করে দেবেন, কারণ, তিনি ‘প্রভাবশালী’ ছিলেন। এর ফলে তদন্ত ব্যাহত হবে। তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভাবিত করতে পারেন। ইডির সওয়াল, নিয়োগ মামলায় ধৃত অয়ন শীলের থেকে যে সব ডিজিটাল তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, সুজিত বেশ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছেন দক্ষিণ দমদম পুরসভায়। উঠে এসেছে নিতাই দত্তের নামও। অভিযোগ, তাঁর মাধ্যমেই চাকরির সুপারিশ করা হত।

ইডির দাবি, বেনামি লেনদেন-সহ সুজিতের পরিবারের নামে যে সব সম্পত্তি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। সুজিত এবং তাঁর পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে কোটি কোটি টাকা ডিপোজিটের হিসাবও মিলেছে বলে দাবি ইডির। তাদের দাবি, চাইনিজ রেস্তরাঁ, বেঙ্গল ধাবা এবং অপর একটি রেস্তরাঁয় নগদ ডিপোজিট হয়েছে। ইডির আইনজীবীর সওয়াল, দেখা গিয়েছে অতিমারির সময়ে লকডাউনে সুজিতের রেস্তরাঁয় ১.১১ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছিল। সে সময় রেস্তরাঁ বন্ধ ছিল, কর্মচারীরা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। ইডির প্রশ্ন, তবুও কী করে কোটি টাকার বিক্রি হল। ইডির দাবি, টাকা তছরুপ করা হয়েছিল। অতিমারির সময়ে ধাবা বন্ধ থাকলেও ২.২ কোটি টাকা সুজিতের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল। একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তৃণমূল নেতার টাকা লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে, যার কোনও আইনগত যোগাযোগ বা কারণ পাওয়া যায়নি।

আদালতে সওয়াল করে ইডি দাবি করে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম বেআইনি ভাবে সুপারিশ করেছিলেন সুজিত। ধৃত অয়নের থেকে এ বিষয়ে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ওই বিষয়ে নিতাইয়ের যোগাযোগের কথা উঠে এসেছে। ইডির দাবি, একাধিক সূত্র থেকে টাকা আসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সেই টাকা বিভিন্ন ভাবে ‘চ্যানেলাইজ’ করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত চালু, বঙ্গবাসীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

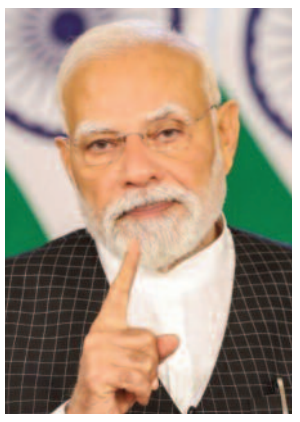

নয়াদিল্লি, ১২ মে: বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের তালা খুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবারই এই প্রকল্পে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে। এই ঘটনায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কল্যাণই আমাদের অগ্রাধিকার।’

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে রাজ্যে কার্যকর করা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’, ‘বিশ্বকর্মা যোজনা’, ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর মতো প্রকল্পগুলি।

নিজের এক্স হ্যান্ডলেও সেই তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বিবৃতি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের ভাই-বোনদের কল্যাণই আমার আগ্রাধিকার। আমি অত্যন্ত আনন্দিত বাংলার মানুষ এখন থেকে বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন। যে প্রকল্প সর্বোচ্চ মানের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিসেবা নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে, ডবল ইঞ্জিনের সরকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যে নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।’

চন্দ্রনাথ খুনের তদন্তে সিবিআই

চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: অবশেষে মধ্যমগ্রামে চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তভার তুলে দেওয়া হল সিবিআইয়ের হাতে। মঙ্গলবার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পরেই চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

রাজ্য পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত শুরু করেছিল। ঘটনার তদন্তভার তারা সিবিআই-ে দেয়। মঙ্গলবার তাদের হাত থেকে তদন্তের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এই তদন্তের জন্য সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠন করা হবে। কলকাতা অঞ্চল (জোন)-এর যুগ্ম নির্দেশক (হেড অফ জোন)-এর অধীনে কাজ করবে সেই দল।

এদিন দুপুরে দোলতলার দোহাড়িয়ায় যায় ৭ সদস্যের সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দল। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাঁদের হাতে। এই মামলা সংক্রান্ত ফাইল তাঁরা হেপাজতে নিচ্ছে বলে খবর। রাজ্য পুলিশের তদন্তকারী দল কোন পথে এগিয়েছে এবং তাঁরা কী কী পেয়েছেন, সে সম্পর্কে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সিবিআই গোয়েন্দাদের কথা হয় বলে সূত্রের খবর। এ দিন ১০-১১ জনের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান সিবিআই। ফরেনসিক দলের বিশেষজ্ঞরা এলাকা থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ভিনরাজ্য থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা রাজ সিং। তাঁর আইনজীবী হরিবংশ সিং সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, তাঁর মক্কেলকে গ্রেপ্তারির সময় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ধৃতের মায়ের দাবি, চন্দ্রনাথ-খুনে তাঁর পুত্রকে ফাঁসানো হয়েছে।

নবান্নর কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘কাল নয়, আজই কাজ করতে হবে।’ সরকার গঠনের পর প্রশাসনের গতি বাড়াতে এ বার কড়া বার্তা দিল নবান্ন। আগামী ছ'মাস এবং দু'বছরের উন্নয়নমূলক রূপরেখা বুধবারের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী-কে জানাতে হবে সমস্ত দপ্তরকে। মঙ্গলবার অসম থেকে ফিরে পূর্ত দপ্তরের ময়দান টেন্টে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে জারি হয় বিস্তারিত নির্দেশিকা।

নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবার নবান্ন সভাঘরে সব দপ্তরকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ৪১টি দপ্তরের সচিবদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক সচিবের সঙ্গে পাঁচ জন করে বরিষ্ঠ আধিকারিকও বৈঠকে থাকবেন।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রতিটি দপ্তরকে নিজেদের কাজের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান পেশ করতে হবে। কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কতটা খরচ হয়েছে এবং আগামী দিনে কী কী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। পাশাপাশি কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বা আর্থিক সমস্যা থাকলে সেটিও সরাসরি জানাতে বলা হয়েছে।

‘ভয় কাটিয়ে বিনিয়োগ করুন’

শিল্প ফেরানোর আর্জি শমীকের

বণিক সভার অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্প ফেরানোর ডাক দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বণিকসভা বিসিসিআই-এর অনুষ্ঠানে শিল্পপতিদের উদ্দেশে একাধিক আশ্বাসের পাশাপাশি আগের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণও শানালেন তিনি। তাঁর দাবি, নতুন সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে আর ‘তোলাবাজি’ বা ‘কাটমানি’ সংস্কৃতি চলবে না। শিল্প স্থাপনের জন্য দ্রুত নতুন জমিনীতি আনা হবে বলেও ঘোষণা করেন শমীক।

শিল্পমহলের আস্থা ফেরাতে এ দিন সরাসরি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প আনতে হবে। কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প অত্যন্ত প্রয়োজন। কারখানা করতে গেলে কোনও রাজনৈতিক দল আর টাকা চাইতে আসবে না।’ তাঁর অভিযোগ, গত পনেরো বছরে শিল্প নিয়ে চরম উদাসীন ছিল আগের সরকার। ফলে বাংলার বহু শিল্পপতি বাধ্য হয়ে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড-সহ অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করেছেন।

শমীকের কথায়, ‘শিল্পপতিদের উপর দলীয় দখলদারি চলছিল। তাঁদের নিরাপত্তা ছিল না। বিনিয়োগ করতে ভয় পেতেন তাঁরা। সেই পরিস্থিতির অবসান হয়েছে।’ তিনি আরও দাবি করেন, অতীতে সরকার এবং শাসকদলের মধ্যে যে দূরত্ব থাকা উচিত ছিল, তা মুছে গিয়েছিল। ‘সরকার আর দল এক হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই রেখাটাকে আবার স্পষ্ট করব। এটা কোনও বিজেপি সরকার নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার’, মন্তব্য বিজেপি নেতার।

শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ভয় কাটিয়ে বাংলায় বিনিয়োগ করুন। নতুন সরকার সব রকম সহযোগিতা করবে। কোথাও কোনও অসুবিধা হতে দেওয়া হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি। জমি-জটকেই শিল্পের প্রধান বাধা মানছেন তিনি। আশ্বাস দিয়েছেন, স্বচ্ছ জমি-নীতি এনে আইনি ঝামেলামুক্ত জমি তুলে দেওয়া হবে শিল্পপতিদের হাতে।

আমলাদের পেশাদারিত্বে ফেরার বার্তা মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আমলাতন্ত্রকে ‘রাজনৈতিক দাসত্ব’ ছেড়ে প্রশাসনিক পেশাদারিত্বে ফেরার বার্তা দিলেন নতুন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। মঙ্গলবার সব দপ্তরের সচিবদের নিয়ে প্রথম বৈঠকেই নতুন মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নতুন প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে কাজ হবে শুধুমাত্র নিয়ম এবং দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদ ছেড়ে সদ্য মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নেওয়া মনোজ বৈঠকে আমলাদের উদ্দেশে বলেন, ‘শিরদাঁড়া শক্ত করে কাজ করুন। কাজ করলে শিরদাঁড়া বাঁকাতে হয় না। আপনারা আইএএস অফিসার, নিজের দায়িত্ব পালন করে যান।’ প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘ দিন ধরে নবান্নে রাজনৈতিক প্রভাব এবং ‘হ্যাঁ-তে হ্যাঁ’ মেলানোর সংস্কৃতি নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, তারই প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট নির্দেশ দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব প্রকল্প এত দিন রাজ্যে থমকে ছিল, সেগুলি দ্রুত চালু করতে হবে। পাশাপাশি বিজেপির ‘সংকল্পপত্রে’ দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি দপ্তরকে দ্রুত পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

এর আগেই সোমবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচার নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা জানিয়েছিলেন তিনি। সীমান্ত থেকে রাজ্য সড়ক-কোথাও যাতে পাচারের ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রোমোটারি ব্যবসায় সিন্ডিকেটরাজ এবং তোলাবাজি বন্ধ করতেও প্রশাসনকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি জমি দখল এবং বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে বৈঠকে।

নবান্ন সূত্রে খবর, বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব শেষ হলেই জেলাশাসকদের স্থানীয় বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত চালু করাই এখন সরকারের অগ্রাধিকার বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE

I, **Mrs. Pronamita Nath Sarkar,** residing at 357, K.M. Roy Choudhury Road, Khosalpur, P.O.: Dakshin Jagaddal, P.S.: Sonarpur, District : South 24 Parganas, PIN–700151, do hereby declare that after separation from my husband for approximately 1 year and 5 months, I have decided to change my name from Pronamita Nath Sarkar to Pronamita Nath for all future purposes.Henceforth, I shall be known and identified as Pronamita Nath in all records, documents and communications. If any person has any objection to the above-mentioned name change, he/she may contact the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice.
Contact No.: +91-6289083774
Sd/-Pronamita Nath
Date : 13/05/2026

Change of Name

I, **SANKAR PRASAD SHAW** (Old Name), S/o Badri Shaw, Residing at 1, Hat Lane, Jail Gate, Mullick Fatak, Dist.- Howrah-711101 have changed my name and shall henceforth be known as **SHANKAR SHAW** (new Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate,1st Class at Howrah vide affidavit Sl. no. 3, dated 05.05.2026. That **SHANKAR SHAW** (new Name) & **SANKAR PRASAD SHAW** (Old Name) is same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I Rupsha Mondal D/o - Shyamal Mondal residing at Greenbelt Colony P.O.- Saguna P.S.- Kalyani Dist. Nadia. That my father Shyamal Mondal & Shamol Mondal is the same & one identical person vide affidavit 98 in the court of A.C.J.M.2 1st Class Kalyani Nadia Dated 21/04/2026.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইংরাজীর 12/05/2026 তারিখে সদর হুগলী কোর্টে 322 নং নোটারী পাবলিক, এফিডেভিট বলে আমি, Sanjoy Bauldas S/o. Sunil Bauldas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি গত ইংরাজীর 10/04/2026 তারিখে হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি এবং Sanjoy Bauldas S/o. Sunil Bauldas নামেই পরিচিত আছি।

গত ইংরাজীর 12/05/2026 তারিখে সদর হুগলী কোর্টে 321 নং নোটারী পাবলিক, এফিডেভিট বলে আমি, Tapan Das S/o. Jiban Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি গত ইংরাজীর 05/05/2025 তারিখে হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি এবং Tapan Das S/o. Jiban Das নামেই পরিচিত আছি।

গত 18/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11248 নং এফিডেভিট আমি Asok Kumar Mandal, Ashok Kumar Mandal (old name), S/o. Late Sitangshu Sekhar Mondal, R/o. Uttarayan, Chinsurah (RS), Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asok Kumar Mandal, Ashok Kumar Mandal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Asoke Kumar Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Asoke Kumar Mondal, Asok Kumar Mandal & Ashok Kumar Mandal S/o. Late Sitangshu Sekhar Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11637 নং এফিডেভিট আমি Pallabi Mondal, D/o. Asoke Kumar Mondal, R/o. Uttarayan, Chinsurah (RS), Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Voter ID কার্ডে (WOD1644764) আমার পিতার সঠিক নাম Asoke Kumar Mondal-এর পরিবর্তে Ashok Kumar Mondal লিপিবদ্ধ আছে। এই এফিডেভিট বলে আমার Voter ID কার্ডে আমার পিতার নাম সংশোধন করিয়া Asoke Kumar Mondal করিতে চাই। আমার পিতা Asoke Kumar Mondal ও Ashok Kumar Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11946 নং এফিডেভিট আমি Sanjit Kumar Baral (old name), S/o. Late Nilratan Boral, R/o. 17/292, Engineer Bagan, Bunokalitala, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sanjit Kumar Baral নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjit Kumar Boral (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sanjit Kumar Boral & Sanjit Kumar Baral S/o. Late Nilratan Boral, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Manjima Boral.

গত 12/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11942 নং এফিডেভিড বলে আমি Mohammad Bashir S/o. Abdul Wahhab R/o. Deluagachhi, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1205, dtd. 10/08/2007) আমার পুত্রের সঠিক নাম Mohammad Rohit-এর পরিবর্তে Md. Rohit, আমার/ পুত্রের পিতার সঠিক নাম Mohammad Bashir-এর পরিবর্তে Md. Basir, আমার স্ত্রী/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Rozina Khatun-এর পরিবর্তে Rojina Begum লিপিবদ্ধ আছে। আমার পুত্র Mohammad Rohit ও Md. Rohit, আমি/পুত্রের পিতা Mohammad Bashir ও Md. Basir এবং আমার স্ত্রী/ পুত্রের মাতা Rozina Khatun ও Rojina Begum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-১ম আদালত চুঁচুড়া //
২০২১ সালের- ২৪৪ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
চন্দন গুহ .... বাদী
(বনাম)
শিবু গুহ দীং .... বিবাদী

এতদ্বারা জেলা-পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্গত ও দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর আনন্দপুর আর.ই.কলেজের পাশের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র নাথ কর এর স্ত্রী **সাধনা কর** এবং জেলা-হুগলীর শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মল্লিক বাজার পশ্চিম উড়াল পুলের নিকট সাকিমের বাসিন্দা, প্রবীর দে এর স্ত্রী - **সান্ত্বনা দে** কে জানানো যাইতেছে যে-জেলা-হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত নবাব বাগান ঝিলের পাড় সাকিমের বাসিন্দা **চন্দন গুহ,** পিতা ৺যতীন্দ্র নাথ গুহ, আপনাদের বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-১ম আদালত চুঁচুড়ায়, জেলা-হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত কুলিহান্ডা মৌজাস্থিত, ১৮ নং জে.এল. ভুক্ত, এল.আর খতিয়ান নং- ৪১৪৭, ও ৪২৪৮, আর.এস. দাগ নং- ২৩৩১, হাল দাগ নং- ৪৯৩২ রেকর্ড দৃষ্টান্তে ৫৮ সহস্রাংশ সুবেষ্ঠিত দখলকার মর্মে ৮০ সহস্রাংশ মায় তাহার উপর দ্বিতল গৃহাদি, যাহার চৌহদ্দী উত্তরে-২০' ফুট চওড়া পেয়ারা বাগান রোড, দক্ষিনে - পুকুর, পূর্বে- তপন চাকীর বাড়ী, পশ্চিমে- চন্দনা মন্ডলের বাড়ী লইয়া বিভাগ বন্টনের প্রার্থনায় ২০২১ সালের- ২৪৪ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি আপনাদের কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তদক্ষেত্রে আপনি বা আপনারা স্বয়ং বা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের -৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে - বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয়
তন্ময় মুখার্জ্জী(উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ
সিনিয়র ডিভিশন-প্রথম আদালত চুঁচুড়া ।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Probate Case No,- 37/2022
Sri Ambaris Pandit ... Petitioner

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের প্রতি অবগত করা যাইতেছে যে, মৃত উম্মিলা পন্ডিত, স্বামী- মৃগেন্দ্র পন্ডিত, সাং+পোঃ- এল্লবনি, থানা- গুড়গুড়িপাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার নিম্ন তপশীল বর্নিত স্থাবর সম্পত্তিটি গত ইং ১৮/১২/২০২১ তারিখে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অম্বরীশ পন্ডিত উক্ত নং মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী নামিত এক খন্ড উইল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী উক্ত উইলটি প্রবেট লইবার জন্য উক্ত নং মোকর্দ্দমাটি উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর 25/06/26 দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উকিল বাবু মারফত হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে

Schedule Property

Dist,- Paschim Medinipur, P.S.- Gurguripal, Mouza-Ellaboni,J.L.No-85, Khation No-27, L.R. Plot No- 167, Area- 06 dec, Nature-Dahi, L.R. Plot No- 174, Area- 03 dec, Nature- Kala Doem, Total- 09 dec. and upon which a old pucca house is situted thereon.

অনুমত্যানুসারে
Barun Kr Santra
Sheristadar
District Delegate
Date: 28.04.2026 Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই মে, ২৯ শে বৈশাখ। বুধ বার। একাদশী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু দিবস। বিবাহ। গাত্রহরিদ্রা। নামকরন। দেবতা গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। বিবাহ লগ্ন রাত ১১/২২ মিনিট পরে।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাটির তলায় বিলাসপুরী, ‘বড়ে’র সন্ধানে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাইরে থেকে বস্তি, ভিতরে পাঁচতারা আস্তানা। শিবপুরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে হানা দিয়ে তাজ্জব পুলিশ। মাটির নীচে শোওয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘর, সঙ্গে সিসিটিভি নজরদারি। ওপরে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই, নীচে এমন গোপন মহল। এই গুপ্তপুরীর মালিক শামিম আহমেদ ওরফে ‘বড়ে’। মধ্য হাওড়ার সংখ্যালঘু পাড়ার ত্রাস, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ভোটের ফল বেরনোর পর চওড়া বস্তিতে বোমা-গুলি চলার নেপথ্যে তাঁর হাত, অভিযোগ বিজেপির। দলবল নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার মূল কারিগর তিনিই, দাবি স্থানীয়দের।

পুলিশ কয়েকজনকে ধরলেও ‘বড়ে’ হাওয়া। তাকে খুঁজতে গিয়েই বেসমেন্টের হদিশ। সেই ভিডিও এখন সমাজমাধ্যমে ঘুরছে। যদিও হাওড়া সিটি পুলিশের কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এর আগেও রামনবমীর মিছিলে হামলার মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ধরা পড়েছিল শামিম। ক্ষমতা বদলের পর এলাকার ‘বাদশা’দের রাজপাট ভাঙছে। তবু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, রাজনৈতিক ছাতার তলায় এতদিন কী ভাবে গজিয়ে উঠল মাটির নীচের এই সাম্রাজ্য?

অপসারণের দিন ফাইলে সই, বিতর্কে প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ হারানোর চিঠি হাতে পেয়েও অফিসে ঢুকে পুরনো নথিতে স্বাক্ষর! জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যান লৈক্ষ্যমোহন রায়কে ঘিরে তুমুল শোরগোল। সোমবার সংসদ ভবনে তাঁকে ঘিরে ধরে আরএসএস ঘনিষ্ঠ শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিষ্ণুতন্ত্রের দাবি, টেবিলে একাধিক ফাইল খোলা ছিল। ২০২৩-২৪ সালের বিলেও সই চলছিল। প্রশ্ন করতেই উনি বেরিয়ে যান। সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদিকা কাকলি মণ্ডলও বলছেন, ‘অব্যাহতির দিনেই পুরনো কাগজে সই কেন? তদন্ত চাই।’ বিজেপির জেলা যুব সভাপতি পলেন ঘোষের অভিযোগ, ‘গোটা ঘটনা সন্দেহজনক। ঘর সিল করে পুলিশ তদন্ত করুক।’

লৈক্ষ্যমোহন রায় অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, ‘কোনও অনৈতিক কাজ করিনি। অফিসে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফাইলে সই করিনি। শিক্ষক বদলির অনুরোধ নিয়েই ওঁরা এসেছিলেন। পুরনো বিলে সইয়ের কথা ভিত্তিহীন।’ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। নতুন সরকার আসার পরেই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে রদবদল ঘিরে জেলার রাজনীতি এখন সরগরম।

চাকরি চুরির মাস্টারমাইন্ড সুজিত বসু: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চাকরি চুরির মাস্টার মাইন্ড রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সোমবার সাড়ে ১০ ঘন্টা জেরার পর পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। নোয়াপাড়ার বিধায়ক বলেন, মোদীজী কথা দিয়ে কথা রাখেন। উনি বলেছেন, বাংলায় মহাজঙ্গলরাজ শেষ হবে। আর যারা দুর্নীতিতে যুক্ত কিংবা অপরাধী তাদের স্থান হবে জেল। তাঁর দাবি, শুধু সুজিত বসু নন, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৬২টি পুরসভার পুরপ্রধানরা গ্রেপ্তার হবেন। যারা চাকরি চুরি করে বিক্রি করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সল্টলেক সেক্টর ফাইভে সুজিত বসুর পুত্রের নামে একটি রেস্তোরাঁ আছে। কিন্তু সুজিত বসু নিজে ‘হাওয়ালা’ নেটওয়ার্ক চালাতেন। সুজিত বসুর পুত্রের রেস্তোরাঁ-র আশেপাশে যতগুলো রেস্তোরাঁ আছে। সবকটি ‘হাওয়ালা’ রাকেটের সঙ্গে যুক্ত। বিধায়কের আরও অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিমের মেয়ের দুবাইতে ৩০টি রেস্টুরেন্ট আছে। তাঁর দাবি, এবার তৃণমূলের জেল যাত্রা শুরু হল। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে অর্জুন সিং বলেন, আগে যিনি রোলের দোকান চালাতেন। আজ তিনি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। ওনার এত টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর জোরালো দাবি, চোর মুক্ত বাংলা গড়ে তোলা হবে। নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিধায়কের সংযোজন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির টান পড়বে। রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষও জেলে যাবেন। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত এখন শেষ পর্যায়ে। সুতরাং এই মামলায় আরও অনেকেই ধরা পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ তপশিলি জাতি/উপজাতি কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

বাটা ইন্ডিয়া কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল স্টোরকে সাজিয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ভারতে নিজেদের প্রিমিয়াম রিটেইল পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করতে বাটা ইন্ডিয়া কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল স্টোরটিকে নতুন করে সাজিয়েছে। নতুন করে সাজানো এই স্থানটি এখন বাটার ক্রমবিকাশমান রিটেইল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা একটি সমসাময়িক আঙ্গিকে প্রিমিয়ামাইজেশন, উন্নতমানের ইন-স্টোর অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যের এক বলিষ্ঠ অনুভূতিকে একত্রিত করেছে।

বাটা ইন্ডিয়ার অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কলকাতা ও বাটানগর। গ্র্যান্ড হোটেল স্টোরের এই নতুন রূপায়ণটি এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তাকে একটি আধুনিক ও নিমজ্জিত খুচরা কেনাকাটার অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছে, যা ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতি উভয়কেই প্রতিফলিত করে। তাছাড়া, এর পূর্বাঞ্চলীয় ব্যবসার প্রায় ৫০ শতাংশ এবং জাতীয় টার্নওভারের প্রায় ৬ শতাংশ আসে কলকাতা থেকে।

‘তৃণমূল করা কি অপরাধ?’ দুই কর্মীর মৃত্যুতে প্রশ্ন অভিষেকের : ভোট মিটতেই রক্ত। হুগলির পোলবা-দাদপুর ও নদিয়ার চাকদহে দুই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে জানান, সপ্তগ্রাম বিধানসভার সোমনাথ আচার্য এবং চাকদা বিধানসভার তপন শিকদারকে মারধর করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। দু’জনেই আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।

ব্যারাকপুরে নজির গড়বে সূর্যস্নাত: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ‘ব্যারাকপুরের গর্ব সূর্যস্নাত বর্মণ। আগামীদিনে ব্যারাকপুরের বুকে নজির গড়বে এই কৃতী সন্তান।’ শ্যামনগরে মাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়ার বাড়িতে পা রেখে এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

প্রসঙ্গত, এবারের মাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করেছে সূর্যস্নাত বর্মণ। খড়দার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের ছাত্র সূর্যস্নাতের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে সে পড়াশোনা করতে চায়। মঙ্গলবার বেলায় শ্যামনগর ব্যানার্জি পাড়া বটতলায় তাঁর বাড়িতে আসেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবং স্থানীয় কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার। কৃতী পড়ুয়াকে তাঁরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিধায়ক বলেন, সূর্যস্নাত দেশের জন্য কাজ করতে চায়। এটাই বড় ব্যাপার। অপরদিকে কৃতী পড়ুয়ার মা মুনমুন দাস বলেন, ‘ছেলেকে উৎসাহ দিতে নোয়াপাড়ার বিধায়ক এসেছেন। আজ খুব ভালো লাগছে। আমরাও চাই, ভবিষ্যতে ছেলে যাতে সমাজের জন্য কিছু করতে পারে।’

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বে শান্তির পাঠ, বিদেশে ‘পরা বিদ্যাপীঠ’ গড়তে উদ্যোগী গৌড়ীয় মিশন

‘পরা বিদ্যাপীঠ’ স্কুল চালু নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুদ্ধ, হিংসা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আবহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ‘পরা বিদ্যাপীঠ’ স্কুল চালুর উদ্যোগ নিল গৌড়ীয় মিশন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেওয়া হবে। কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে সাংবাদিক বৈঠকে গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ জানান, লন্ডন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রিয়া-সহ বিভিন্ন দেশে গৌড়ীয় মিশনের শাখা কেন্দ্রগুলিতে এই স্কুল চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে আগামী ১৪ মে তিনি বিদেশ সফরে রওনা দেবেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে হিংসা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ শান্তির পথ দেখাতে পারে।’ স্থানীয় ভাষাতেও এই শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

পরিবর্তনের রায় থেকে প্রত্যাশার সরকার ঋণের বোঝা সামলে উন্নয়নের কঠিন পরীক্ষায় নতুন বাংলা

দেবাশিস দে

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারের বিধানসভা নির্বাচন নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মোড় এনে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিয়ে মানুষ যে রায় দিয়েছে, তা শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, বরং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত শাসন এবং উন্নয়নমুখী নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষেই স্পষ্ট জনসমর্থন। আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার।

তবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই নতুন প্রশাসনের সামনে ধরা দিয়েছে এক কঠিন বাস্তবতা। কারণ রাজনৈতিক পালাবদলের পাশাপাশি তাদের কাঁধে এসে পড়েছে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল ঋণের বোঝা। ফলে নতুন সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, একদিকে আর্থিক চাপ সামলানো, অন্যদিকে উন্নয়নের গতি বজায় রাখা। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে, তারা ডবল ইঞ্জিন মডেলের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে বাংলার উন্নয়নকে নতুন গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের কারণে রাজ্যের অর্থনীতি চাপে পড়েছিল। এখন সেই পরিস্থিতি থেকে বাংলাকে বের করে আনাই নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, নারী ভোটার, যুবসমাজ, চাকরিপ্রার্থী, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় অংশ পরিবর্তনের পক্ষেই মত দিয়েছে। ফলে নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশাও অনেক বেশি। বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির ওপরই মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মহিলাদের জন্য চালু থাকা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। বিজেপিও নির্বাচনের সময় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তা এবং স্বনির্ভরতার বিষয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে বিপুল ঋণের বোঝার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই প্রকল্পগুলিকে কার্যকরভাবে চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এখানেই নতুন সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার আসল পরীক্ষা।

যুবসমাজের প্রত্যাশাও এখন নতুন সরকারের দিকে। নিয়োগ দুর্নীতি, প্রশ্নফাঁস এবং দীর্ঘদিন ধরে চাকরি না-হওয়ার ক্ষোভ এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। তাই বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার আশ্বাস দিয়েছে। পাশাপাশি শিল্পে বিনিয়োগ আনা, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ শুধুমাত্র সরকারি চাকরির ওপর নির্ভর করে কর্মসংস্থানের সংকট দূর করা সম্ভব নয়, সেই বাস্তবতাও সরকার বুঝতে পারছে।

গ্রামবাংলার ক্ষেত্রেও উন্নয়ন এখন বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষকরা এখনও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, বাজার অনিশ্চয়তা এবং পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবের সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। বিজেপি সরকার কৃষকদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র গ্রামীণ উন্নয়ন নয়, শহরতলি ও দ্রুত বর্ধনশীল আধা শহরগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নকেও এখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখার দাবি জোরালো হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বহু শহরতলীর এলাকা জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের কারণে কার্যত শহরের রূপ নিলেও এখনও পুরসভার পর্যায়ের নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের অভাব স্পষ্ট। অভিযোগ, বিগত সরকার এই বিষয়টিতে কার্যত উদাসীন ছিল। পরিকল্পিত নগরায়ণের বদলে বহু এলাকায় অপরিকল্পিত বিস্তার ঘটেছে, যার ফলে পরিকাঠামোর ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শহরতলীর বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকে ধাপে ধাপে পুরসভায় রূপান্তরিত করার বিষয়টিকে নতুন সরকারের অন্যতম বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কারণ পুরসভার কাঠামোর আওতায় এলেই উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সরাসরি মানুষের নজরে আসবে এবং নাগরিক পরিষেবার মানও অনেকটাই উন্নত হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আধা শহরগুলিকে পুরসভার স্তরের উন্নয়নের আওতায় এনে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে তা আগামী দিনের বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। ফলে এই কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করাই এখন সরকারের কাছে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা প্রশাসনিক পরিবর্তন। কারণ মানুষ শুধু সরকার বদল চাননি, প্রশাসনের চরিত্র বদলের পক্ষেও মত দিয়েছেন। তাই সরকারি ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এখন নতুন সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা, শিল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নেও দৃশ্যমান কাজ দেখাতে হবে। কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি, আর সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে হতাশাও দ্রুত তৈরি হতে পারে।

সব মিলিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের সামনে পথ মোটেই সহজ নয়। একদিকে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা, অন্যদিকে মানুষের বিপুল প্রত্যাশা। তবে পরিবর্তনের রায় যে বার্তা দিয়েছে, তা স্পষ্ট; বাংলার মানুষ এখন উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার সমন্বিত সরকার দেখতে চান। মানুষের আশা, কেন্দ্রের সহযোগিতা এবং নতুন প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বিজেপি সরকার বাংলার অর্থনৈতিক ভিতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি উন্নয়নের নতুন দিশাও দেখাতে সক্ষম হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৩ মে ২০২৬, ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩, বুধবার

তিলজলা অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যসচিবের দফতর থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নেতৃত্বে এই কমিটি গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করবে।

কমিটিতে রাখা হয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, দমকল ও অগ্নিনির্বাপন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখে এবং সমস্ত নথি পরীক্ষা করে আগামীকাল সকাল ১১টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশকে অবিলম্বে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নির্দিষ্ট এফআইআর দায়ের করার নির্দেশও দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। আগুনের উৎস, নিরাপত্তার ফাঁক, সব খতিয়ে দেখবে কমিটি। নতুন সরকারের শুরুতে 'জিরো টলারেন্স' বার্তা দিতেই এই তৎপরতা, বলছে নবান্ন।

উল্লেখ্য, তিলজলার চামড়ার কারখানায় দুপুরের আগুনে প্রাণ গেল দু'জনের। তার পরেই নড়েবসল নবান্ন। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচ জন। আগুন লাগার কারণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবে তদন্ত কমিটি। ১২ মে পৌনে দুটোয় জি প্লাস ফোর ভবনের দোতলায় লেলিহান শিখা ছড়ায়। টিফিনে বাইরে থাকা কর্মীরা ফিরে দেখেন কর্মস্থল জ্বলছে। ভিতরে আটকে পড়া পাঁচ জন শৌচাগারে ঢোকেন। দরজার পাশেই মর্মান্তিক পরিণতি। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে দু'জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মহম্মদ ইউসুফ, গৌর সর্দার ভেন্টিলেশনে। ধোঁয়ায় ফুসফুস ঝলসে তিন জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। দু'টি নির্গমন পথই বন্ধ ছিল।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রাণহানি এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জেরে গোটা ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই দেখছে নতুন সরকার। সেই কারণেই দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

নারী সুরক্ষা, শিশু কল্যাণ, দুর্নীতি দমনে জিরো টলারেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নারী সুরক্ষা, শিশু কল্যাণ এবং দুর্নীতি দমনে রাজ্যে এবার জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতা নীতি নিয়ে চলবে বলে রাজ্যের নতুন সরকারের নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন। দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম দিনেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের দপ্তরের অগ্রাধিকার এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা স্পষ্ট করে দেন তিনি।

অগ্নিমিত্রার কথায়, এত দিন রাজ্যে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার ও বঞ্চনা হয়েছে, নতুন সরকার তার অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। নারী ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই তাঁর দপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানান, রাজ্যের মহিলারা যাতে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারেন, সেই পরিবেশ তৈরি করাই এখন সরকারের অগ্রাধিকার। পূর্ববর্তী শাসনকালে রাত আটটার পর বাইরে বেরলে মহিলাদের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি আর থাকবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ইভটিজিং, মহিলাদের প্রতি কদর্য আচরণ, অ্যাসিড হামলা বা শ্লীলতাহানির মতো অপরাধ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে মহিলারা যাতে কোনও বাধার মুখে না-পড়েন, সে দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, পুলিশ আর অভিযোগ নিতে গড়িমসি করবে না। প্রয়োজনে শূন্য এফআইআর দায়েরের ক্ষেত্রেও কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সিসিটিভি ক্যামেরা সচল রাখা এবং তা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার ওপরও জোর দেন অগ্নিমিত্রা। আরজি কর-কাণ্ড-সহ অতীতে ঘটে যাওয়া একাধিক অপরাধের ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, তা আর চলবে না বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। প্রশাসনের ভিতরে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা এখন অত্যন্ত জরুরি বলেই মত তাঁর।

মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা জানান, আগের সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর পরিবর্তে নতুন করে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মহিলাকে মাসে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী পয়লা জুন থেকে রাজ্যের মহিলারা সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

দুর্নীতি এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী কাজের বিরুদ্ধেও এদিন কঠোর অবস্থান নেন মন্ত্রী। নদী থেকে বালি চুরি, কয়লা চুরি, পুকুর ও জলাশয় ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ, এই সবের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান তিনি। অতীতে এই ধরনের অনিয়মে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে তদন্তের আওতায় আনা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন অগ্নিমিত্রা।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের আশ্বস্ত করে মন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করবে না। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দলের কাউকে মারধর বা ভয় দেখানোর প্রশ্নই নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সকলের জন্য কাজ করবে নতুন সরকার, এই বার্তাও দেন তিনি।

বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার পদে শপথ তাপস রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার পদে শপথ নিলেন মানিকতলার বিধায়ক তাপস রায়। মঙ্গলবার লোক ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল রবীন্দ্রনারায়ণ রবি। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য এবং নবনির্বাচিত বিধায়করা।

শপথগ্রহণ পর্ব শেষে তাপস রায় জানান, আগামিকাল এবং বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ হবে। আগামী ১৫ মে, শুক্রবার বিধানসভার স্পিকার নির্বাচন হওয়ার কথা। বিধানসভা সূত্রে খবর, তাপস রায়কেই অধ্যক্ষ পদে শাসকদলের তরফে প্রার্থী করা হতে পারে। মঙ্গলবার থেকেই বিধানসভা চত্বর গেরুয়া আলোয় সেজে ওঠে। সন্ধ্যা নামতেই ভবনের বিভিন্ন অংশে গেরুয়া আলোর সাজ নজর কাড়ে।

লোক ভবনের বাইরের গার্ডরেলেও দেখা যায় গেরুয়া রঙের ছোঁয়া।

রাজ্যে মোট ২৯৪টি বিধানসভা আসন থাকলেও ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন বাকি রয়েছে। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী এবং হুমায়ুন কবীর দু'টি করে আসনে জয়ী হওয়ায় মোট ২৯০ জন বিধায়ক এ বার শপথ নেবেন। তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়।

বুধবার প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্য মন্ত্রীদের বিধায়ক পদে শপথগ্রহণ হবে। উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদের জয়ী প্রার্থীরাও ওই পর্বেই শপথ নেবেন। দ্বিতীয়ার্ধে শপথ নেবেন নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনার বিধায়করা। বৃহস্পতিবার প্রথমার্ধে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের জয়ী প্রার্থীদের শপথগ্রহণ হবে। দ্বিতীয়ার্ধে শপথ নেবেন পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের জয়ী বিধায়করা।

শপথগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরই স্পিকার নির্বাচন হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অধ্যক্ষ নির্বাচন মিটলেই নন্দীগ্রাম আসন ছাড়তে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যদিও এ বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ভোট শেষে 'সিইও'র মুখ্যসচিব পদে নিয়োগ নিয়ে আসরে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিইও থেকে সোজা মুখ্যসচিব। মনোজ আগরওয়ালের এই উত্থান পুরনো খবর, কিন্তু তা ঘিরে রাজনীতির পারদ চড়ছে নতুন করে।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোট পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের চেয়ার ছেড়ে বসলেন নবান্নের শীর্ষ প্রশাসনিক আসনে। তৃণমূলের কটাক্ষ, 'নিরপেক্ষ আম্পায়ার'কে দেওয়া হল জয়ের পুরস্কার। সাকেত গোখলের প্রশ্ন, নির্বাচন লুঠের প্রতিদান? সাগরিকা ঘোষের খোঁচা, 'ভোট কতটা স্বচ্ছ ছিল, এবার বোঝা গেল।'

ডেরেক ও'ব্রায়েনের এক লাইনের শ্লেষ, 'নিশ্চয়ই নিছক কাকতালীয়!' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি আরও চড়া। তাঁর কথায়, মনোজ আগরওয়াল ও রোল পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তের নিয়োগ কমিশন-বিজেপি আঁতাঁতের প্রমাণ। ২৭ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। প্রশাসনিক মহলের একাংশ বলছে, নতুন সরকার পছন্দের আধিকারিক বসাতেই পারে। কিন্তু ভোট মিটতেই ভোট করানো কর্তার শীর্ষে উঠে আসা শুধু প্রশাসনিক বদল নয়, রাজনৈতিক বার্তাও। বিজেপির তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রেশনে শুদ্ধিকরণের হুঁশিয়ারি, দায়িত্ব নিয়েই কড়া অশোক

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রাজনৈতিক নেতারা এই দপ্তরে দুর্নীতি করেছেন। যেসব আধিকারিক মদত দিয়েছে, তাদের ছেড়ে দেওয়ার মতো ভালমানুষ আমি নই।' দায়িত্ব নিয়েই স্পষ্ট বার্তা দিলেন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

১১ মে দপ্তরের ভার বুঝে নিয়েই আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক। নির্দেশ দেন, পুরনো নথি খতিয়ে দেখতে হবে। জুন মাস থেকেই রেশনের খাবারের মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। সাফ জানালেন, বণ্টন ব্যবস্থায় কোনও ফাঁকফোকর বরদাস্ত হবে না। অশোক কীর্তনিয়া শুধু খাদ্য নয়, সমবায় দপ্তরেরও মন্ত্রী। ২০২৬-এর ভোটে তৃণমূলের বিশ্বজিৎ দাসকে ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে হারিয়ে

ফেরেন তিনি। মতুয়া সমাজের এই প্রভাবশালী মুখকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া বিজেপির বড় দান, বলছে রাজনৈতিক মহল।

একই দিনে দায়িত্ব বুঝেছেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক ও ক্ষুদিরাম টুডু। শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় পঞ্চায়েত থেকে আদিবাসী উন্নয়ন, সব দপ্তরেই শুরু হল নতুন মুখের ইনিংস।

অবশেষে কাটল জট, চিংড়িঘাটায় রাতের অন্ধকারে শুরু মেট্রোর কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ টানাপড়েনের পর চিংড়িঘাটা মোড়ে মেট্রোর সেতু গাঁথার ছাড়পত্র মিলল। ১৫ মে থেকে রাতের শহরেই শুরু হচ্ছে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর রুটের অসমাপ্ত ৩৬৬ মিটার ভায়াডাক্টের কাজ।

কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকার সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে রেল বিকাশ নিগমকে। নবনিযুক্ত পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ১১ মে জানিয়েছেন, জট খুলে গিয়েছে। যানজট এড়াতে মধ্যরাত থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত চলবে নির্মাণ। প্রথম দফা ১৫ থেকে ১৭ মে, দ্বিতীয় দফা ২২ থেকে ২৪ মে। এই সামান্য অংশটুকুই আটকে রেখেছিল অরেঞ্জ লাইনের ভবিষ্যৎ। কাজ শেষ হলে বেলেঘাটা থেকে সোজা সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো। এখন কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা শুরুর তোড়জোড় চলছে।

আইনি লড়াই, শীর্ষ আদালতের তাগাদা, আর সবশেষে রাজনৈতিক পালাবদল, সব মিলিয়ে মুক্তি পেল চিংড়িঘাটা।

নতুন সরকারের আমলে এই ছাড়পত্র শুধু এক টুকরো সেতুর গল্প নয়, বরং আটকে থাকা উন্নয়নের চাকা ঘোরার ইঙ্গিত। দেরি হলেও রাতের কলকাতা সাক্ষী থাকবে মেট্রোর এগিয়ে চলার।

এখন কেন হেপাজতের কথা? অনুপ মামলায় ইডিকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেপাজতে নেওয়ার আর্জি শুনেই ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথের প্রশ্ন, 'পাঁচ বছরে তো শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এখন কেন হেপাজতের কথা?'

কয়লা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত অনুপ মাজি এখন অন্তর্বর্তী জামিনে। তাঁকে হাতে পেতে চেয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দাবি, ২৭০০ কোটি টাকার আর্থিক নয়ছয় হয়েছে, দেশের সম্পদ লুঠ হয়েছে। তাই জেরার জন্য হেপাজত জরুরি। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় বেঞ্চ। সিবিআই হেপাজতে থাকার সময় কেন নেওয়া হয়নি? এতদিন পর হঠাৎ তৎপরতা কেন? অনুপের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল ২৩ বার হাজিরা দিয়েছেন, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ভোটের মুখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সংস্থা সক্রিয়। আদালত দু'মাসের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা দিতে বলেছে।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, ক্ষমতা বদলের পর কেন্দ্রীয় সংস্থার বাড়তি তৎপরতা নিয়ে শীর্ষ আদালতের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। পুরনো মামলায় হঠাৎ হেপাজতের দাবি আদৌ তদন্তের স্বার্থে, না কি রাজনৈতিক বার্তা, সেই প্রশ্নই তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

নতুন সরকারকে দুর্গোৎসবের জৌলুস অটুট রাখার আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল, কিন্তু দুর্গাপুজোর আবেগে বদল নেই। বরং নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে কলকাতার বড় পুজো কমিটিগুলি বার্তা দিচ্ছে, বাংলার ঐতিহ্য আরও বড় হোক।

ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট কথা, 'পুজো কোনও দলের নয়।

বিশ্বজনীন এই উৎসবের গরিমা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। পুজো ঘিরে যে অর্থনীতির চাকা ঘোরে, তা আরও গতিশীল হোক।' দমদম পার্ক ভারত চক্রের কর্তা প্রতীক রায়চৌধুরীর মতে, 'ডেকোরেটর থেকে পুরোহিত, আলোকশিল্পী থেকে ছোট দোকানি, লক্ষ মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে। এই চাকা জোরে ঘোরাতে হবে।'

বাম জমানার জটিলতা কাটিয়ে গত সরকারের আমলে অনুদান, ছাড়, সহযোগিতায় পুজোর চেহারা বদলেছিল। হাজার কোটির টার্নওভার, ইউনেস্কোর স্বীকৃতি, সবই মিলেছে। ভোটের পর কমিটিগুলোর ব্যানার থেকে শাসক নেতাদের নাম সরলেও সংশয় কাটিয়ে এখন নতুন পথে হাঁটার প্রস্তুতি। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উদ্যোক্তাদের অনুরোধ, সরকার বদলালেও উৎসবের আলো যেন না-কমে।

ছোট লালবাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্ষমতা বদলের ঢেউ এবার কলকাতা পুরনিগমের দরজায়। ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টিতেই এগিয়ে থাকা বিজেপির জয়ের পর থেকেই চর্চা, তৃণমূলের বোর্ড থাকবে না ভাঙবে? আইন বলছে, চাইলে নতুন সরকার বোর্ড ভেঙে ভোট করাতে পারে। মেয়াদ বাকি ছ'মাসের বেশি।

মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার অবশ্য আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার সহযোগিতা করলে পরিষেবা দিতে অসুবিধা নেই। বাম

আমলেও আমরা বোর্ডে ছিলাম। স্বচ্ছ ভোট হলে মানুষ ফের তৃণমূলকেই বেছে নেবে।' উলটোদিকে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের দাবি, 'দখল নয়, ভোটেই মসনদে আসব। গণতান্ত্রিক পরিবেশে লড়াই হবে। তৃণমূলের মতো ভোট নয়।' তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট করাতে হবে।

ফল বেরনোর পর থেকেই কেএমসির একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শোনা যাচ্ছে, দল বদলের হিড়িকও। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনন্দা ঘোষ ইতিমধ্যেই বিজেপিতে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০০০ ও ২০১০-এ বাম জমানাতেই তৃণমূল পুরনিগম দখল করেছিল। এবার পালা বদলের পালা। প্রশ্ন একটাই, ছোট লালবাড়িতে পদ্ম ফুটবে ভোটে না আগে?

মাস্থার বেঞ্চও সরল, আরজি কর মামলায় ফের ধাক্কা

সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমার আদালত এই মামলার জন্য সময় দিতে পারবে না।' মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থার স্পষ্ট ঘোষণা। আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়াল তাঁর ডিভিশন বেঞ্চ। নথি গেল প্রধান বিচারপতির টেবিলে।

এদিন সিবিআই মুখবন্ধ খামে অগ্রগতির বিবরণ জমা দেয়। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থা নতুন করে কিছুই খোঁজেনি। ঘটনার দিন ফ্লোরে থাকা ৬৪ জনের হদিশ নেই, গণধর্ষণের ধারাও নেই। তাঁর প্রশ্ন, 'সিবিআই সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলছে না কেন? তবে কি র-এর কাছে যাব?' পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারের দাবি, ৭০টি সিসিটিভি, ১৪ জন চিকিৎসক-সহ বহুজনকে জেরা করা হয়েছে। তদন্তে একজনের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

শুনানি শেষে বিচারপতি মাস্থা বললেন, 'সঠিক বিচারের জন্য কমিশন হোক। এই মামলা শুধু পরিবারের নয়, গোটা রাজ্যের।' এর আগে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চও সরে গিয়েছিল। আদালতের বাইরে নির্যাতিতার মায়ের প্রতিক্রিয়া, 'এগুলোয় অভ্যস্ত। দেখি কী হয়!' একের পর এক বেঞ্চ বদলে মামলার ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে।

এদিকে, আরজি করের সেই রাতের সেমিনার হলে সঞ্জয় রায় ছাড়া কেউ ছিল না, আদালতে ফের স্পষ্ট করল সিবিআই। ১২ মে শিয়ালদহ আদালতে জমা দেওয়া রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সংস্থা জানাল, চিকিৎসক ছাত্রী অভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয়ই একমাত্র মূল অপরাধী। তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের আর্জি জানানো হয়েছে।

সিবিআইয়ের দাবি, ফরেনসিক পরীক্ষা, মৃতার শরীরে পাওয়া ডিএনএ নমুনা, সিসিটিভির ছবি ও ফোনের অবস্থান, সবই সঞ্জয়ের দিকেই আঙুল তুলছে। তথ্যপ্রমাণ এতটাই জোরালো যে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে তার সাজা নিয়ে সংশয় নেই, বলছে সংস্থা। তবে তদন্ত এখানেই থামছে না। ঘটনার পিছনে কোনও গভীর চক্র বা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত অভিযোগপত্র দাখিলের রাস্তা খোলা রাখল সিবিআই।

কেএমসিতে দপ্তর দখলের চেষ্টা, নেতৃত্বের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ফল বেরনোর পরেই কলকাতা কর্পোরেশনে ইউনিয়ন ঘর ঘিরে টানাপোড়েন। অভিযোগ, একদল লোক বিজেপি প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে তৃণমূল ও সিটুর দপ্তরে পতাকা তুলছে, ঘর ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে।

কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘের নেতা ধরণীধর দাস জানিয়েছেন, 'ওপর থেকে কঠোর নির্দেশ আছে, অন্য সংগঠনের ঘর দখল নয়। যারা আমার নাম করে এসব করছে, তাদের আমরা চিনি না। রাজনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ হবে।' তাঁর দাবি, সংগঠনের নিজস্ব ঘরের জন্য ছ'মাস ধরে আবেদন করেও মেলেনি। জানা গিয়েছে, পামার বাজারের ময়লাকল এলাকায় আইএনটিটিইউসির ঘরে নতুন রং ও পতাকা দেখা গিয়েছে। বরো ৩ ও ৭-এও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল-সিপিএম দু'পক্ষই বিষয়টি কেএমসি শ্রমিক সংগঠনকে জানিয়েছে।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই কর্মীদের সংযত থাকতে বলেছেন। দলের দরজা বন্ধ রাখার কথাও জানানো হয়েছে। ফলে দলীয় শৃঙ্খলার বাইরে কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু করলে সংগঠন দায় নেবে না, এমনটাই বার্তা নেতৃত্বের।

নিম্নচাপের চোখরাঙানি, ঝড়বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রীষ্মের গা পোড়ানো তাপ এবারও দাপট দেখাতে পারল না। বঙ্গোপসাগরে জমাট বাঁধছে নিম্নচাপ। তার সঙ্গে জুড়েছে ঘূর্ণাবর্ত আর বিস্তৃত অক্ষরেখা। ফল, গোটা রাজ্যেই চলবে মেঘ-বাজ-বৃষ্টির পালা।

আলিপুরের খবর, উত্তর শ্রীলঙ্কার কাছে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়াতে পারে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিমি পর্যন্ত ছড়িয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। অন্য দিকে মধ্যপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত টানা অক্ষরেখা জোগাচ্ছে জলীয় বাষ্প। মঙ্গলবার বীরভূম-মুর্শিদাবাদে বৃষ্টি বাড়বে। বুধ-বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান-সহ পশ্চিমের জেলায় বাজ-সহ বর্ষণ। সপ্তাহান্তে

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা ছিটেফোঁটা।

উত্তরবঙ্গে ছবিটা আরও ভারী। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ৭-১১ সেমি বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। শুক্র-শনিবারেও ডুয়ার্স ভিজবে। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.০৮ ডিগ্রি কম। নিম্নচাপের প্রভাব সরাসরি পড়বে কি না, নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা। আপাতত ছাতা হাতে বেরনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

সম্পাদকীয়

অবসরে চলে যাওয়া অযোগ্যদের বিদায় দিয়ে প্রথম রাতেই বেড়াল মারলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী

যাকে বলে ক্ষ্মপ্রথম রাতেই বেড়াল মারাক্ষ্ম। আর সেটাই করলেন বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই পূর্বতন সরকারের নিয়োগ করা একগাদা অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়েছেন। এরা সবাই একদা বিভিন্ন সরকারি পদে ছিলেন। কিন্তু মজার কথা, সেই পদ থেকে অবসর নিলেও তাঁরা সরকারি অনুগ্রহে বিভিন্ন সরকারি উপদেষ্টা, বিভিন্ন পর্ষদ, কাউন্সিলের বড় বড় পদ বাগিয়ে নিয়েছিলেন। পেতেন মোটা টাকার ভাতা এবং গাড়ি-সহ নানা সরকারি সুযোগ, সুবিধা। এর জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বছরে বিপুল টাকা গুণতে হতো। কিন্তু পূর্বতন সরকার সব জেনেও কেন ও কী কারণে এই সব অফিসারদের জামাই আদরে রেখে দিয়েছিলেন সে এক রহস্য। মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেই শুভেন্দু অধিকারী অবসরের বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া, পুনর্নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধি হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সরকারি দফতরে কর্মরত আধিকারিক এবং কর্মীদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করার নির্দেশ জারি করেন। স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় রাজ্যের সমস্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং সচিবদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ষাট বছর বয়সের পর যাঁরা পুনর্নিয়োগ বা বর্ধিত মেয়াদে কাজ করছেন, তাঁদের সকলকেই এই নিয়মের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বোর্ড, সংগঠন, বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যানদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করার প্রক্রিয়া শুরু করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার গোটা প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় দ্রুত পরিবর্তন আনতে চাইছে। সেই কারণেই সরকারি সংস্থা, বোর্ড, কাউন্সিলে পূর্বতন সরকারের নিয়োগ করা ব্যক্তিদের সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইছে, এটা স্পষ্ট। একটা গতিশীল ও তৎপর প্রশাসনে এই জাতীয় মেদ তাই থাকা কোনওমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই সরকার শুরুতে সেটাই করছে। এর মধ্যে ভালও কিছু নেই। আর তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁর পছন্দ মতো প্রশাসন সাজিয়ে নেওয়ার। নয়া মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজটাই করেছেন।

শব্দছক ১৫৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. কুড়ি ৩. লোভ ৬. পৌত্রী ৮. কুঁড়ি ৯. আয়ত্ব ১০. সাদা বা গোলাপী রঙের ফুল ১২. নক্ষত্র ১৩. ডাবের শিশু অবস্থা ১৪. শাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা ১৬. নবাবী-এর তাচ্ছিল্যরূপ ১৮. জনক ১৯. লিখনকৃত ২১. তাঁবু ২২. ঋণ

ওপর-নিচ: ১. ধ্বংশ ২. একশো ৪. সুন্দরী রমনী ৫. বাগান পরিচর্যাকারী ৭. আস্থা ৮. নদী বয়ে চলার ধ্বনি ১০. লতার নবীন অংশ ১১. ব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ঈশ্বর ১৫. তাবিজ ১৭. যন্ত্রণা ১৮. বাবার বোন বা দিদি ২০. খাবার খাওয়ার টান

সমাধান ১৫৭ — পাশাপাশি: ১. নাগরিক ৪. প্রতাপ ৬. চারু ৭. সর্বথা ৮. নম ৯. নাশ ১০. দাদন ১২. ভৈরবি ১৪. মদত ১৫. তকমা ১৭. জান ১৮. বান ১৯. ভাবনা ২০. মামা ২১. কল্পিত ২১. নোকরানি

ওপর-নিচ: ১. নাচাকোঁদা ২. গরু ৩. কসম ৪. প্রথা ৫. পলাশ ৮. ননদ ৯. নাবিক ১১. দমন ১৩. রতন ১৬. মানামানি ১৭. জাতক ১৮. বানানো ১৯. ভাত ২০. মারা

আজকের দিন

■ **১৬৪৮** — দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

■ **১৯৪০** — প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চার্চিল হাউস অফ কমন্সে তাঁর বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন।

■ **১৯৯৮** — ভারত রাজস্থানে আরও দুটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল।

জন্মদিন

১৯০৫ *ভারতের ৫ম রাষ্ট্রপতি ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৈলাস বিজয়বর্গীয়র জন্মদিন।*

ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

দুর্নীতি হারাল, দ্বিতীয় ‘সঞ্জয় গান্ধি’ অভিষেক ডোবাল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

পরিবহন, জনকল্যান, পর্যটন এবং ভূসম্পত্তি দফতরের তখন তিনি সেক্রেটারি। তাঁকে সঞ্চয় গান্ধী কলার তুলে মৌখিক অর্ডার দিতেন। কংগ্রেস কালে এ ভীষণ সাধারণ বিষয় , কিন্তু তা যদি স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী করতেন তবুও সে অসৌজন্যতে একটা রাজনৈতিক অধিকার থাকে। কিন্তু সঞ্জয় করতে পারেন! পরে ধরা পরল আসল কারণ আমলা সাহেবের বাবা কংগ্রেসের দেওয়া তাম্রফলক অস্বীকার করেন। কংগ্রেস দেশ ভাগ করেছে তাহলে কীসের লড়াই আমি করেছি! অভিষেক ব্যানার্জি ঠিক এই কাজটাই করতেন সঞ্জয়ের মত। ধরে ধরে লোক চিহ্নিত, তারপর হুমকি ধমকি চমকি। এই ঔদ্ধত্য সুখে একটা স্বপ্ন আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন রাতের করাল অন্ধকার ছায়া সেই স্বপ্ন ভাঙে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকেই জগতের রাজা মনে হয়। মনে হয় আমার পিছনে সবাই ছুটছে। সবাই তৈলাক্তকরণ করছে । তৃণমূল কংগ্রেস নামটা যতবার যতজন উচ্চারণ করবেন সেটা মমতা ব্যানার্জির জন্য।

ভারতের অন্ধকার ইতিহাসের অন্তরাসনে থাকবে সঞ্জয় গান্ধীর নাম। একটা রাজনৈতিক সভ্যতার অন্তরে যদি শুধুমাত্রই লোভ রাজা হয়ে বসে, যদি ঔদ্ধত্য, সীমাহীন অসাংবিধানিক আচরন স্বাভাবিক হয়। এবং তাতে বাঁধ দেওয়ার যদি কেউ না থাকে তখন তিনি রাজনীতির দুর্যোধন। এ কোনো তত্ত্বকথা না। এ রূঢ় সত্যি। আর পি সিং এর নাম এই মুহূর্তে আমাদের ক’ জনের মনে পড়ছে! না সেভাবেতো মনে আসছে না। ট্রাডিশন ভাঙার জন্য এমন অচেনা মানুষের আসতেই হয়। দম্ভ ভাঙার জন্য অপরিচিত নাম গুলোই বেশী কাজ করে। সেদিন এবং এদিন- যেন পটের কার্বনকপি। সবার অচেনা নতুন নাম আর পি সিং সেদিন (১৯৭৭) দাম্ভিক নিরর্থক ঔদ্ধত্যে ভারসাম্যহীন ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধী’ কে পরাজিত করেন আমেঠি কেন্দ্র থেকে। ভোটে জয় পরাজয় থাকবে, পরাজয় দুঃখ দেয়, শিক্ষা দেয়। কিন্ত এক পাহাড় অসম্মান যখন ফিরিয়ে দেয়, তখন তা ঔদ্ধত্যের বিপরীত ক্রিয়া। আজ যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সঞ্জয় গান্ধী’- অভিষেক ব্যানার্জির সাথে হল তা একরকম রাজনৈতিক ঔদ্ধত্যের উচিত জবাব। অসংখ্য অপরিচিত বিজেপির মুখ পরাজিত করল অভিষেকের ঔদ্ধত্যকে। তিনি যে কী ভয়ানক অহঙ্কার রথের বাহন, তা বিরোধী প্রতিটা দল বারবার বলেছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস ধরাশায়ী হতেই সবাই অভিষেকের জামাতেই হাত মুছছে। হাজার হাজার অভিযোগ, সীমাহীন দুর্ব্যবহার, ধরাকে সরা জ্ঞান করাটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বাভাবিক স্পন্দন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হিসেবে পরাজিত নন, কিন্ত তিনিই পরাজিত করলেন তাঁদের সব প্রার্থীকে। তিনিই অসম্মানজনক জায়গাতে মমতা ব্যানার্জি’র লড়াই এর ইতিহাস নিয়ে গেলেন। তিনি এতোটাই শিষ্টাচারহীন আচরন করেছেন বলে সাধারণ মানুষ দলের কর্মী সব স্তরের সব নেতারা বলছেন, তাতে স্পষ্ট তিনি নিজেকে দলের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব এমনকী মমতা ব্যানার্জিরও উপরে ভাবছিলেন। সঞ্জয় গান্ধীর রাজনৈতিক আচরন যেন আবারও ঘুরে এল। যাঁরাই ইতিহাস চর্চা করেন তাঁরা বলবেন, সমর্থন করবেন- অভিষেক ব্যানার্জির বহু চালচলন আচরন রাজনৈতিক ভাষ্য, হাতে মাথা কাটার স্টাইল যেন সঞ্জয়ের থেকেই কখনও শেখা, অনুকরণ করা। সেদিনও ইন্দিরা গান্ধীর হাতের বাইরে সঞ্জয়। আজকেও মমতা ব্যানার্জির পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে গেলেন অভিষেক। সেদিনও ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে ব্যাঙ্ক আধিকারিক, শিল্পপতি থেকে আমলা সবাই সঞ্জয় গান্ধী’কে সালাম ঠুকছে। আজকেও অভিষেক যেন হুবহু সেই মডেল। একজন সাংসদ, যার বাড়ির সামনে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা থেকে জেড প্লাস ক্যাটাগরির সুরক্ষা, চপার থেকে বাড়ির ভিতর হিসাবহীন অকল্পনীয় বৈভব। তিনি আসবেন তাই পথ বন্ধ, অ্যাম্বুল্যান্স থমকে। পাখি উড়বে পাতা ঝরবে যখন তিনি চাইবেন। নির্বিকার ভাবে তিনি জন সমক্ষে বলতে পারেন- আমি হলে মাথায় গুলি করতাম। নির্বাচন কমিশন থেকে যত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সবকটাকেই তিনি নিজের হরিশ মুখার্জি রোডের ক্লাবঘর ভাবেন। তিনি চোখ রাঙাতেই যেমনভাবে হরিশ মুখার্জি রোডে আলো লাল হলুদ সবুজ হয় তেমনই যেন প্রতিটা আইন, পর্ষদ, কোর্টরুম, সংবিধান, নিয়ম, নীতি চলবে। যখন অর্জন না করার অভ্যাস চেপে বসে তখনই পাগলের মত একপ্রকার ঔদ্ধত্য বল্গাহীন ভাবে চলে। সঞ্জয় গান্ধী সম্বন্ধে যখন প্রাক্তন বিশিষ্ট আমলা আনন্দ স্বরূপ বলছেন। তা যেন আজকের পশ্চিমবঙ্গের ছবিটাই তখন সাদাকালো ফিল্মে ছিল। পরিবহন, জনকল্যান, পর্যটন এবং ভূসম্পত্তি দফতরের তখন তিনি সেক্রেটারি। তাঁকে সঞ্চয় গান্ধী কলার তুলে মৌখিক অর্ডার দিতেন। কংগ্রেস কালে এ ভীষণ সাধারণ বিষয় , কিন্ত তা যদি স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী করতেন তবুও সে অসৌজন্যতে একটা রাজনৈতিক অধিকার থাকে। কিন্ত সঞ্জয় করতে পারেন! পরে ধরা পরল আসল কারণ আমলা সাহেবের বাবা কংগ্রেসের দেওয়া তাম্রফলক অস্বীকার করেন। কংগ্রেস দেশ ভাগ করেছে তাহলে কীসের লড়াই আমি করেছি! অভিষেক ব্যানার্জি ঠিক এই কাজটাই করতেন সঞ্জয়ের মত। ধরে ধরে লোক চিহ্নিত, তারপর হুমকি ধমকি চমকি। এই ঔদ্ধত্য সুখে একটা স্বপ্ন আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন রাতের করাল অন্ধকার ছায়া সেই স্বপ্ন ভাঙে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকেই জগতের রাজা মনে হয়। মনে হয় আমার পিছনে সবাই ছুটছে। সবাই তৈলাক্তকরণ করছে । তৃণমূল কংগ্রেস নামটা যতবার যতজন উচ্চারণ করবেন সেটা মমতা ব্যানার্জির জন্য। শুনেছি, বুথ স্তরের কর্মীর নাম পর্যন্ত তিনি মনে রাখতে পারেন। যেমনটা পারতেন মুকুল রায়। তাঁদের রাজনৈতিক ঠিক ভুল সময় মানুষ বিশ্লেষণ করবে। একরাতে এত তৃণমূল কর্মী কমে গেল কেমন করে? কারণ অভিষেক আতঙ্ক কেটে গেল বিজেপি জয়লাভের পর। মমতা ব্যানার্জি ক্লাবের মত রাজনৈতিক দলটা চালালেও তাতে প্রাণ ছিল। মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ ছিল। কর্মীরা নেতৃত্বের কাছে আসবে তারজন্য কোনো কর্পোরেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হত না। অভিষেক ব্যানার্জির যুবদল, তাদের অধিকাংশের ন্যূনতম রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ, গভীরতা নেই। শিক্ষার বড় অভাব। চটকদারি দাদাগিরি আর জনসেবার নামে টাকা তোলা এটাই যদি একমাত্র পথ হয় তখনতো খেলা হবে বলতে বলতে খেলা ঘুরবেটাও হয়ে যায়। খেলা ঘুরে যেতেই যুবকরা রাগে ফুঁসছে। অভিষেক এখন দুর্যোধন, খলনায়ক তাঁর পছন্দের ভোট রাজনীতি কৌশলী কর্পোরেট সংস্থা আইপ্যাক। তৃণমূলের সিনিয়র নেতারা যে অভিষেকের কর্মী তা ওপেন সিক্রেট। যেমন সঞ্জয় গান্ধীও একটা সময় চৌধুরী বংশী লালের চাইতেও নিজেকে অধিক প্রাজ্ঞ মনে করতেন। প্রাজ্ঞতার সাথে বয়সের বাধ্যতামূলক যোগ নেই; কিন্ত প্রাজ্ঞতা জাহির করার ঔদ্ধত্য যখন অন্যের অসম্মান ঘটায় তখন সেই অতিপ্রদর্শিত প্রাজ্ঞতা বংশবোধের জোরে অশিষ্টাচার। সঞ্জয় গান্ধীর আচরন সম্বন্ধে এইতো ক’দিন আগে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা করণ সিং পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ, আগামীতেও অভিষেক আচরনটাও সঞ্জয় আচরনের দ্বিতীয় সংস্করণ বলেই লেখা হবে। এটা তৃণমূলের পরাজয় হলে এত অভিযোগ অভিষেকের বিরুদ্ধে সব স্তরের মানুষ করতেন না। তিনি তৃণমূলের ক্ষতি করেছেন। আরো বড় ক্ষতি করেছেন যুব সমাজের। সামগ্রিক পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির। বহু সময়ই অভিষেকের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উদ্দেশ্য বলা মঞ্চ ভাষণ অত্যন্ত আপত্তিকর। তাঁর ওই ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়ার খোলা হুমকি গুন্ডামি প্রমোট করে। কখনও সখনও মেজাজ হারালে এত কথা আসতনা। কার না হয়! উনি নিজেকে বিগার দ্যান কিং - এমনটাই ভাবতেন। রাজনীতির ময়দানে তিনি একটা যুবসমাজ’ কে ধ্বংস করলেন। চুরি দুর্নীতিতে তদন্ত হয়, সাজাও জোটে। হয়েছে; আরো হবে বলে আশাবাদী। তদন্ত দ্রুত হোক দোষী খুব শাস্তি পাক তা সবার চাহিদা। দুর্নীতির জন্য তৃণমূল হারল। অভিষেকের জন্য তৃণমূল ডুবল। সঞ্জয়ের লাগামছাড়া আচরন ঔদ্ধত্য সিদ্ধান্তে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস ডুবেছিল। হেরেছিল জাতীয় জরুরী অবস্থার কারণে। জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্যও সঞ্জয়ের হঠকারিতা গোঁ যথেষ্ট দায়ি। সে ইতিহাস এখন থাক। বলার এটাই- অসৌজন্য রাজনীতির আয়ু স্বল্প। অভিষেক তার টাটকা প্রমাণ।

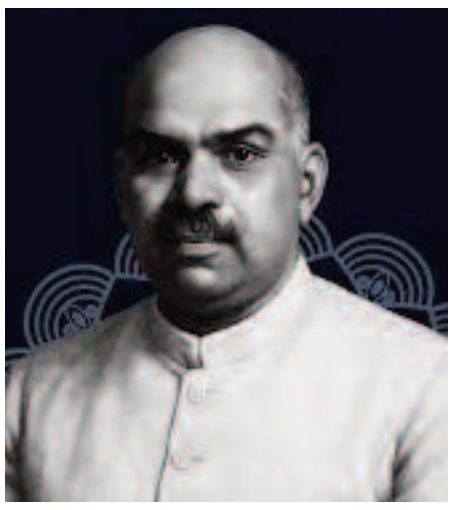

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন থেকে বর্তমান বিজেপির বিস্তার

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি আজ এক অত্যন্ত প্রভাবশালী শক্তি। কিন্তু এই দলের শিকড় বহু গভীরে প্রোথিত। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রচিন্তার যে রাজনৈতিক ধারা জন্ম নিয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, সাংগঠনিক চিন্তাভাবনা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসংঘ এবং পরে বিজেপির উত্থান ঘটে। এখন বিজেপি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, বরং ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাপথ আদর্শ, আন্দোলন, সাংগঠনিক শক্তি এবং সময়ের পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং প্রখর জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তবে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নীতির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তিনি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন। বিশেষ করে কাশ্মীর নীতি এবং সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ নিয়ে তিনি কংগ্রেস সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, ভারতকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এই আদর্শ থেকেই ১৯৫১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জনসংঘ। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবোধ এবং কেন্দ্রীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রাজনীতি গড়ে তোলা। দলের আদর্শিক ভিত গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর দর্শনের ওপর।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তঃএক দেশ, এক সংবিধান, এক পতাকাদ নীতির প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করেন। এই আন্দোলনের সময় ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে গ্রেফতার হন এবং রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই মৃত্যু জনসংঘের মধ্যে এক গভীর আবেগপূর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয় এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর দীনদয়াল উপাধ্যায় জনসংঘের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। তিনি তঃএকাত্ম মানববাদদ ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, পশ্চিমা

পুঁজিবাদ কিংবা সমাজতন্ত্র;কোনোটিই ভারতের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভারতের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে।

এই সময় জনসংঘ ধীরে ধীরে উত্তর ভারতসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের সংগঠন বিস্তার করতে শুরু করে। যদিও তখনও দলটি জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান শক্তি হয়ে ওঠেনি, তবুও তাদের আদর্শিক ভিত্তি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল।

১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর কঠোর দমননীতি চালানো হয়। জনসংঘের বহু নেতা গ্রেফতার হন। এই সময় গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে জনসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ সালে বিভিন্ন বিরোধী দল একত্রিত হয়ে জনতা পার্টি গঠন করে এবং নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে প্রথম অ-কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

তবে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং আরএসএস-সংযোগ নিয়ে বিতর্কের কারণে জনতা পার্টি ভেঙে যায়। এরপর ১৯৮০ সালে জন্ম হয় ভারতীয় জনতা পার্টির বা বিজেপির। দলের প্রথম সভাপতি হন অটল বিহারী বাজপেয়ি। শুরুতে বিজেপি তঃগান্ধীয় সমাজতন্ত্রদ-এর কথা বললেও পরবর্তীকালে দলটি আরও স্পষ্টভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুটি আসন পায়। কিন্তু এই ব্যর্থতাই দলকে নতুন রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। লাল কৃষ্ণ আদবানি -র নেতৃত্বে বিজেপি রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে সামনে আনে।

১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে অযোধ্যার রাম মন্দির আন্দোলন বিজেপির রাজনৈতিক উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজেপি দাবি করে, বাবরি মসজিদের স্থানে প্রাচীন রামমন্দির ছিল। ১৯৯০ সালে আডবাণীর রথযাত্রা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর ফলে বিজেপির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বাড়িয়ে তোলে।

১৯৯২ সালে Demolition of the Babri Masjid ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। এরপর বিজেপি উত্তর ভারতের বহু রাজ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়।

১৯৯৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে এবং প্রধানমন্ত্রী হন অটল বিহারী বাজপেয়ি। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি তুলনামূলকভাবে উদার ও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। এই সময় ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টাও দেখা যায়। যদিও কার্গিল যুদ্ধ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

বাজপেয়ী এমন এক নেতা ছিলেন, যিনি জোট রাজনীতিকে সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সময় বিজেপি কেবল হিন্দুত্ববাদী দল নয়, উন্নয়নমুখী জাতীয় দল হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।

২০০৪ সালে বিজেপি ক্ষমতা হারানোর পর দল সাংগঠনিক পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেয়। এই সময় নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেন।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বিপুল জয় লাভ করে। তঃউন্নয়নদ, তঃদুর্নীতিমুক্ত সরকারদ এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও অ-কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

বর্তমানে বিজেপি ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম। মোদীর নেতৃত্বে দল জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণ, কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আলোচনা বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে তঃডিজিটাল ইন্ডিয়াদ, তঃমেক ইন ইন্ডিয়াদ, তঃউজ্জ্বলা যোজনাদ-র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও কল্যাণমূলক উন্নয়নে জোর দিয়েছে। একইসঙ্গে বিরোধীরা ধর্মীয় মেরুকরণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকোচন এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার রাজনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। যদিও বিজেপির দাবি, তারা জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থেই কাজ করছে। একসময় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু গত এক দশকে দল দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করেছে। মমতা ব্যানার্জি -র নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি উঠে এসেছে। জাতীয়তাবাদ, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক এবং সাংগঠনিক বিস্তারের মাধ্যমে বিজেপি বাংলার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। যদিও এখনও তারা রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারেনি, তবুও ভোটের শতাংশ এবং সাংগঠনিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-র হাতে যে রাজনৈতিক বীজ রোপিত হয়েছিল, তা আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় জনসংঘ থেকে বর্তমান বিজেপির উত্থান কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ইতিহাস নয়, বরং স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রতিচ্ছবি।

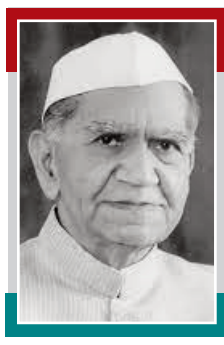

এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আদর্শ, আন্দোলন, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক কৌশল;সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিজেপি আজ ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করলেও তার পথচলা এখনও চলমান। ভবিষ্যতে ভারতের গণতন্ত্র, সমাজ এবং রাষ্ট্রনীতিতে এই দলের প্রভাব কোন দিকে গড়াবে, সেটাই আগামী দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন।

চর্চাবাসর ১৪৬

বাংলা শব্দ ‘হযবরল’ (ছথদ্দখতন্থন্থস্তু) মূলত একটি বাগধারা বা শব্দগুচ্ছ, যা থেকে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বা অর্থহীন কোনো কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হ’, ‘য’, ‘ব’, ‘র’, ‘ল’ ; এগুলো বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে না থেকে উল্টোপাল্টাভাবে বসে একটি অর্থহীন শব্দ তৈরি করেছে, যা বিশৃঙ্খলার প্রতীক। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁর একই নামের বিখ্যাত ‘ননসেন্স’ বা খেয়ালরসের গল্প ‘হ য ব র ল’-তে এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইংলিশ চ্যানেলের পর পক প্রণালী জয়

বিশ্বরেকর্ড মেদিনীপুরের আফরিন জাবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পক প্রণালী জয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে মেদিনীপুরের আফরিন জাবি পেলেন রাজকীয় সংবর্ধনা। বিশ্ব রেকর্ড করে তিনি মেদিনীপুরের মুকুটে জুড়লেন আরও একটি পালক। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূরে ঠেলে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর এবার পক প্রণালীও জয় করে ফেললেন মেদিনীপুরের 'জলকন্যা' আফরিন জাবি। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী ২৯ কিমি দীর্ঘ এই পক প্রণালী জয় করতে তিনি সময় নিয়েছেন ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিট। যা একটি বিশ্ব রেকর্ড। এর আগে কোনো মহিলা বা পুরুষ সাঁতারু এত কম সময়ে পক প্রণালী অতিক্রম করতে পারেন নি।। ৯ এপ্রিল শনিবার ভারতীয় সময় ভোর ৩টে ৩৫ মিনিট নাগাদ তিনি সাঁতার শুরু করেন শ্রীলঙ্কার থালাইমাল্লার থেকে। টানা ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিট সাঁতরে ১০টা ৪০ মিনিটে সফলভাবে পৌঁছান তামিলনাড়ুর ধনুষকোটিতে। ইংলিশ চ্যানেলের পর পক প্রণালী জয় করে রীতিমতো আনন্দে আত্মহারা আফরিন। তিনি ফোনে জানান 'একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, জয় করতে পারলাম, ভালো লাগছে।'

আফরিন জাবি মেদিনীপুর শহরের দেওয়ানবাবা চক এলাকায় থাকেন। বাবা শেখ পিয়ার আলী, মা সাবিনা পারভীন তাঁর এই জলপথ জয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। মেয়ের জয়ে খুশি বাবা-মা। ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই আফরিন ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছিলেন। সেই সময় ৩৪ কিমি সেই জলপথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। এবার ভারত শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী পক প্রণালী ২৯ কিলোমিটার জলপথ ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটেই অতিক্রম করে ফেললেন। ইংলিশ চ্যানেলের জয়ের পর পক প্রণালী জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন আফরিন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। আফরিনের কথায় ইংলিশ চ্যানেল জয় করতে গিয়ে তাঁর বাবার সঞ্চিত অর্থের প্রায় সিংহ ভাগ খরচ হয়ে গিয়েছিল। এই আর্থিক বাধা দূর করতে পক প্রণালী জয়ের আগে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মেদিনীপুর রোটারি ক্লাব ও মেদিনীপুর রোটারি আই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পক প্রণালী জয়ের উদ্দেশ্য রওয়ানা হওয়ার আগে রোটারির পক্ষ থেকে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠান ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার ট্রেনে খড়্গপুরে নামেন আফরিন জাবি। সেখানে থেকে রোটারির উদ্যোগে হুড খোলা গাড়িতে চাপিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে মেদিনীপুর নিয়ে আসা হয়। আসার পথে আফরিনের সাথী হয়েছিলেন তাঁর পিতা পিয়ার আলি, মা সাবিনা পারভীন। রোটারির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আই হাসপাতালের চেয়ারম্যান মদন মোহন মাইতি, প্রশাসক সত্যব্রত রায়-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। ছিলেন মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবের প্রতিনিধিরা। ছিলেন চেম্বার অব কমার্সের জেলা সম্পাদক চন্দন বসু, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক কুন্দন গোপ, বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রেমী তপন কুমার সাহা, ক্রীড়াপ্রেমী শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া-সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় আফরিন জাবিকে ফুলের মালা, পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। রাস্তার দুপাশের মানুষ আফরিনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে থাকেন। শোভাযাত্রা রোটারি আই হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানে আফরিন জবিকে রোটারির পক্ষ থেকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর রোটারি আই হাসপাতালের চেয়ারম্যান মদন মোহন মাইতি, রোটারি ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট দীপক সিনহা, হাসপাতালের প্রশাসক সত্যব্রত রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রনীল দেব, সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক পল্লব চ্যাটার্জি, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক কুন্দন গোপ, সমাজকর্মী শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আই হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ এবং আফরিনের শুভানুধ্যায়ীরা। আফরিন তাঁর বক্তব্যে মেদিনীপুর রোটারি ক্লাব, রোটারি আই হাসপাতাল, মেদিনীপুর স্যুইমিং ক্লাব ও মেদিনীপুরের জনগণকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাঁর যাত্রার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ক্যাটারিনা প্রণালী।

তৃণমূল প্রধানের মদতে সভানেত্রীর সই জাল করে লক্ষাধিক টাকা লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রথম থেকেই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই তৃণমূলের আমলে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে সরব গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার কামারপুকুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আশা স্বনির্ভর সংঘ মহিলা প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে বিডিও'র দ্বারস্থ হয় ওই সংঘের সভানেত্রী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা সভানেত্রীর সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজশ্রী দে ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কয়েক জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সই জাল করে কাউকে না জানিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়। এদিন এই দুর্নীতির সঠিক তদন্তের জন্য গোঘাট দুই ব্লকের বিডিও কল্লোলে সরকারের দ্বারস্থ হন ওই সংঘের সভানেত্রী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। জানা গেছে, সংঘের পাশবই থেকে ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সম্পাদিকা সরস্বতী-মুর্মু (সরেন) তুলে নেয় এবং ওই টাকার কোনও হিসাব দিতে পারেনি। পাঞ্জাব ন্যাশনাল কামারপুকুর শাখায় ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে ব্যাঙ্কের স্টেটমান আনতে গিয়ে ডেপুটি ম্যানেজার জানান, পাশবইয়ে মাত্র ৩০০০ টাকা আছে। এরপর সম্পাদিকার কাছে হিসাব চাইলে তিনি দিতে পারেনি। অভিযোগ, উল্টে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজশ্রী দে ও তাঁর মা নাকি হুমকি দেয়। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। প্রধান তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কোনও কিছু করতে দেয়নি। কিন্তু রাজ্যে পালা বদলের পর ওই সংঘের সভানেত্রী-সহ অন্যান্য সদস্যরা সুবিচার চেয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হন। এই আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের দাবি করেন। এই বিষয়ে গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বিডিও সঠিক বলেন, 'ওই সংঘের দুইজন অভিযোগ জমা করেছে। আমরা সঠিকভাবে তদন্ত করে দেখছি।' গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। বিডিওকে জানানো হয়েছে। সব দুর্নীতির তদন্তের দাবি করেছি। টেন্ডারের হিসাব না করে কয়েক কোটি টাকা তোলা হয়েছে। কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজশ্রী দে ও তার মা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।' অপরদিকে, কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সবমিলিয়ে কামারপুকুর পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মদত দেওয়ার অভিযোগে শোরগোল।

পাত্রসায়রে পুলিশ-প্রশাসনকে মিষ্টিমুখ করিয়ে সৌজন্যের বার্তা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার স্পর্শকাতর এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম পাত্রসায়র ব্লক এলাকা। এবার সেখানেই সৌজন্যের ছবি। থানার ওসি ও বিডিও-সহ বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তরে গিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের পুষ্পস্তবক ও মিষ্টিমুখ করালেন এলাকার বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা। এলাকায় ভয় নয়, ভরসার বার্তা দিলেন তাঁরা। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র ব্লক এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েই থাকে, তাতে যে দলেই ক্ষমতায় থাক না কেন। কিন্তু ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠনের পরেও সেই পাত্রসায়রের ব্লকে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র। এলাকার কোথাও ভোট পরবর্তী হিংসার খবর নেই। কারও হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়নি, কারও ঘরবাড়ি ভাঙা হয়নি। রাজ্য বিজেপি নির্দেশ দিয়েছে, ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে বিরত থাকতে হবে কর্মী, সমর্থকদের। আর তাই যেন কঠোরভাবে পালন করছে পাত্রসায়রে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। শান্তির বার্তা এবং দুর্নীতিমুক্ত পাত্রসায়র গঠন করার জন্য এদিন সোনামুখী মণ্ডল ৪-এর সভাপতি অনুপ ঘোষ এবং যুব সভাপতি স্বরূপ ঘোষ তার বিপুল কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে মিষ্টির হাড়ি, পুষ্পস্তবক নিয়ে হঠাৎ করেই সটান হাজির হন পাত্রসায়র থানায়। সেখানে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন। তাদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন এবং মিষ্টিমুখ করান। পাশাপাশি এলাকায় নিরপেক্ষ থাকার বার্তা দেন। এরপরেই পাত্রসায়রের বিডিও অফিস, বিএলআরও অফিস, কলেজ, হাসপাতাল এবং পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে ডাক্তার এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের একইভাবে পুষ্পস্তবক ও মিষ্টিমুখ করিয়ে শান্তির বার্তা প্রেরণ করেন। মণ্ডল সভাপতির দাবি, পাত্রসায়রের ব্লক জুড়ে একাধিক জায়গায় অবৈধ কার্যকলাপ চলছে। এগুলি বন্ধ করতে হবে মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে। বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা প্রশাসনের পাশে আছে। সব মিলিয়ে একটা সময় যে প্রশাসনিক অফিসগুলিতে বিজেপির এই নেতারা প্রবেশ করতে পারত না, আজ তারা মিষ্টি হাতে প্রবেশ করলেন।

কাটোয়ায় গোরুপাচার রুখে গণপিটুনি

৪ জনকে উদ্ধার করল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ভাগীরথী নদী পার করে নদিয়া জেলায় গোরু নিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহ হলে ধরে ফেলে বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা। আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করায়, তাদের কথায় অসঙ্গতি দেখে গণধোলাই দিতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, পাঁচটি গোরু নিয়ে কাটোয়ার পানুহাট থেকে ভাগীরথীর দিকে যাচ্ছিলেন পাচারকারীরা। ধরে ফেলার পর পাচারকারীরা কোনওরকম কাগজ দেখাতে পারেনি। এরপরেই উত্তেজিত হয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাটোয়া থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে চার

জনকে উদ্ধার করে কাটোয়া থানায় নিয়ে যায়। যদিও ওই চারজন জানিয়েছে, তাদের বাড়ি নাকাশিপাড়া এলাকায়। তারা চাষের জন্য গোরু কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ৫টি গোরু কিনেছিলেন। বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখা থাকবে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হবে বলে তারা দাবি করে। জমির চাষের লাভের টাকা থেকে এই গোরু কিনেছিলেন তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD — DEMAND NOTICE

কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোর রোড শাখা
আর. এন. টেগোর রোড, পো - কৃষ্ণনগর এবং থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী কল্যাণ বিশ্বাস** পিতা শ্রী শ্রীমন্ত বিশ্বাস, স্বর্ণখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০৬। **জামিনদাতা : শ্রীমতি সোমা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী কল্যাণ বিশ্বাস, স্বর্ণখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০৬। **খ) কৃষ্ণনগর, আর এন টেগোর রোড শাখা**	নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত : **বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৮.০০ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন , আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৯৩, খতিয়ান নং এলআর ৯৮০, বর্তমান ১৭৭৯, জেএল নং ১৮, মৌজা- চক শ্যামনগর, জয়ঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির শ্রেণি - বাড়ি, উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-১৯৪৬ তারিখ ২২.০৭.২০১৯, গ্রাম : স্বর্ণখালি দক্ষিণপাড়া, পো : স্বর্ণখালি, থানা : কৃষ্ণগঞ্জ, পিন - ৭৪১৫০৬, জেলা নদিয়া, **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্বপন বিশ্বাসের সম্পত্তি। দক্ষিণে : জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সম্পত্তি। পূর্বে : পঞ্চায়েত কংক্রিট রোড। পশ্চিমে : সুমিত্রা বিশ্বাসের সম্পত্তি।	**ক) ৩১.০৩.২০২৬ খ) ০৬.০৫.২০২৬ গ) ১১,৭৩,৫৭২.৪১ টাকা** (এগার লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ বাহাত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) **৩১.০৩.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬
স্থান : কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD — দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী আবদুর রহমান মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী ইসমাইল মোল্লা, ফ্ল্যাট নং ২/৭, ৩য়তল, থানা নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১০৩। **শ্রীমতি সাঞ্জুরা মোল্লা (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী আবদুর রহমান মোল্লা, ফ্ল্যাট নং ২/৭, ৩য় তল, থানা নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১০৩। **এ/সি নং : ৭৪৭০৬৫৭২১০। খ) বেলিয়াঘাটা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংক্রিয় বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১সি, দোতলায়, দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে অংশত জি-৩ এবং অংশত সরাসরি ৩ তলা ভবন, ১ টয়লেট এবং ব্যালকনি, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৩০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত ভবনে কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ১৮/৭এ, পিকনিক গার্ডেন, ৪র্থ লেন, থানা: তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৬, অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট কমবেশি খতিয়ান নং ১১৩ এবং ৬৬১ মৌজা - কসবা, দাগ নং ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫ এবং ১০৮০, জেএল নং ১৪, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩,কলকাতা- ৭০০০৩৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৩ জি পিকনিক গার্ডেন ৩য় লেন। দক্ষিণে : ১৮/৭ পিকনিক গার্ডেন ৩য় লেন। পূর্বে : ১৯/১ এবং ১৪এ পিকনিক গার্ডেন ৩য় লেন। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পিকনিক গার্ডেন ৩য় লেন।	**ক) ০৭.০৪.২০২৬ খ) ২৩.০৪.২০২৬ গ) ১৩,১৯,২৫৬.০০ টাকা** (তেরো লাখ উনিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা) **২১.০৪.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিতব্য, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৯.০৬.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবক ব্যানার্জি,** পিতা দেবব্রত ব্যানার্জি, ঠিকানা : ডি এন চ্যাটার্জি রোড, তালতলা, আগরপাড়া, পানিহাটি, কলকাতা- ৭০০০৫৮। **আরও ঠিকানা :** ইএমপি আইডি -৮৬৮৭৭৯, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইকো স্পেস, নিউ টাউন, পিন-৭০০১৫৬। **আরও ঠিকানা :** মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং -এ, ২৭৫ এবং ২৭৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, নিউ বারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১৩১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, পঞ্চমতলে, টাইলস মেঝে লিফট সুবিধা সহ পরিমাপ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮১ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৭০৫ কার্পেট এরিয়া ৬৩৪.৫০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি উক্ত (জি-৪) বহুতল ভবনে নাম মাতৃ পিতৃ অ্যাপার্টমেন্ট, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং **আই-১৫০১০১১০৯/২০২৫,** ভল্যুম নং ১৫০১-২০২৫,পৃষ্ঠা ৪০৭৯১- থেকে ৪০৮২৩, দলিল নং ১৫০১০১১০৯/ ২০২৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, অফিস ডিএসআর -১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু মোট জমি পরিমাপ এরিয়া ৮ কাঠা ১২ ছটাক ৩৭ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা- আহারামপুর, জেএল নং ৩৫, আরএস নং ৯৭, সাবেক সি এস দাগ নং ৭১, আরএস দাগ নং ১০৬৭ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ১২৪৭, হাল এলআর দাগ নং ৪২৮, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬, এবং ১৮৫৭, (৪ কাঠা ৪ ছটাক মালিক ১ থেকে ৯) এবং হাল এলাার খতিয়ান নং ১৪২৮ (৪ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৭ বর্গফুট মালিক নং ১০) থানা : ঘোলা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ, পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭৫ এবং ২৭৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ০৪ স্থানীয় নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন এডিএসআরও বারাকপুর, হাল সোদপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জগন্নাথ দাস এবং অন্যান্যর ভবন। দক্ষিণে : প্রয়াত লাবণ্যপ্রভা গুপ্ত। পূর্বে : রেলের জমি। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া আশুতোষ মুখার্জি রোড। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৩১,৯৭,৪১৬ টাকা (একত্রিশ লাখ সাতানব্বই হাজার চারশ যোলো টাকা) ০৬.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** (চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দত্ত পরিমাণ পরবর্তী)	ক) ৩৪,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯০৫১০৩৩৩৬৭** **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৪.০৬.২০২৬ এবং ১০.০৬.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জেড. ও.: বহরমপুর
২য় তল গৌর সুন্দর ভবন
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী হাসিনা ইয়াসমিন (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা) এবং শ্রী মাজাহারুল ইসলাম (জামিনদাতা)** গ্রাম - রঘুনাথগঞ্জ, পো - রঘুনাথগঞ্জ, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৫ **হোম লোন (৬৭৬৬৪৫৪০৫৩) এবং আইবি সরল (৭৪০৯৮৮৬৩২৪) সুবিধাদি জঙ্গিপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৮২,৬৯০.০০ টাকা** (ছয় লাখ বিরাশি হাজার ছশো নব্বই টাকা) **১০.০২.২০২৬** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ মে ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৬,৮২,৬৯০.০০ টাকা** (ছয় লাখ বিরাশি হাজার ছশো নব্বই টাকা) **১০.০২.২০২৬** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন ৪.০০ ডেসিমেল , আরএস প্লট নং ৭১৮, এলআর প্লট ১০০৩, এলআর খতিয়ান নং ৪১৩২, জেএল নং ৯৫, মৌজা - বাসুদেবপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর পরিসভা উল্লেখ্য দলিল হেবানামা নং ১-৯৮৮২, তারিখ ১২.১০.২০১০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সামসুদ্দিন মিয়া এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : নিলোফার ইয়াসমিন এর সম্পত্তি। পূর্বে : সড়ক। পশ্চিমে : দাতার সম্পত্তি।

তারিখ : ১১.০৫.২০২৬
স্থান : জঙ্গিপুর
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেঁক Punjab & Sind Bank

নিউ আলিপুর শাখা
৩৫/৭, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৩

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৯.০৩.২০২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ) : (১) মেসার্স ইউনাইটেড স্যানিটারি, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী রূপা দেশাই, (২) শ্রীমতী রূপা দেশাই** স্বামী সন্দীপ দেশাই, **(৩) সন্দীপ দেশাই** পিতা মনোরঞ্জন দেশাই ১১, মতিলাল নেহরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫, কলকাতা - ৭০০০২৯ থানা লেক, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,১১,৪৭৫.৫৮ টাকা** (কুড়ি লাখ এগার হাজার চারশ পঁচাত্তর টাকা এবং আটান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ মে ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, নিউ আলিপুর শাখর** নিকট বকেয়া **২০,১১,৪৭৫.৫৮ টাকা** (কুড়ি লাখ এগার হাজার চারশ পঁচাত্তর টাকা এবং আটান্ন পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইটের তৈরি বসবাসের পুরানো নির্মাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ কমবেশি ২০৬ বর্গফুট, ১ কক্ষ একতলায়, অংশ বা অংশীভূত উক্ত ৩ তলা পুরানো বসবাসের ভবনের এবং অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকার, স্বত্ব,স্বার্থ, অংশ জমির দখল উক্ত জমির ক্ষেত্রে উক্ত ভবনে এবং সকলের ব্যবহারের স্থানের অংশ , অধিকার ১ কিচেন, ১ বাথ রুম, ২ ডব্লু সি এস, প্রবেশ পথ উক্ত ভবনের সকলের ব্যবহারের বারান্দা অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১১, মোতিলাল নেহরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫,কলকাতা - ৭০০০২৯, থানা : লেক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **সেরসাই আইডি ২০০০৩৮৩৪১৭৫২। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ মোতিলাল নেহরু রোড। দক্ষিণে : ২৬/১ এ, মনোহর পুকুর রোড। পূর্বে : অন্যান্য জমি এবং ভবন। পশ্চিমে : সড়ক।

তারিখ : ১১.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাংক — দাবি বিজ্ঞপ্তি
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **শ্রী মিজানুর মোল্লা,** (পিতা শ্রী নবীর আলি মোল্লা) **(ঠিকানা ১)** হাওড়ামারী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০২।
২. **শ্রী মিজানুর মোল্লা** (পিতা শ্রী নবীর আলি মোল্লা) **(ঠিকানা ২)** : ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ব্লক বি, গ্রিনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পো : নরেন্দ্রপুর, থানা : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৩।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সেলিমপুর শাখা আপনার হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৫২৪০৭২৭৭৫ - প্রসঙ্গে
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একজন ব্যক্তি/স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি। আপনারা প্রথমজন বর্তমানে বা সকল প্রাসঙ্গিক সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে প্রথমজন/প্রথমজনগণ হলেন বন্ধকদাতা, যিনি/যারা আপনাদের উভয়ের গৃহীত লোন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য জামানত হিসাবে তাঁর সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টার্ম লোন (এ/সি নং - ৭৫২৪০৭২৭৭৫)	২৭.০০ লক্ষ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জন উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
টার্ম লোন (এ/সি নং - ৭৫২৪০৭২৭৭৫)	১. ২৪/০৫/২০২৩ তারিখের স্যাংশন টিকেট এবং ০৭.০৬.২০২৩ তারিখের স্যাংশন টিকেটের শর্তাবলীর স্বীকৃতিপত্র ২. ০৭.০৬.২০২৩ তারিখের ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ৩. ডি-১২৮ হোম লোনের জন্য টার্ম লোন চুক্তি তারিখ ০৭.০৬.২০২৩ ৪. ডি-৩২ তারিখ ০২.০৮.২০২৩, পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত ইক্যুইটেবল মর্টগেজ সৃষ্টির নিশ্চিতকরণ পত্র।

উক্ত ঋণ উৎসগুলের জন্য বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তি (সমূহ) অবস্থিত জি-৪ তলা বসবাসের ভবন নাম গ্রিনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফ্ল্যাট ৫মতলে (উত্তর পশ্চিম দিকে) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, পরিমাপ ৭১৬ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৯৫, ব্লক বি, নরেন্দ্রপুর, ওয়ার্ড নং ২৭, পো নরেন্দ্রপুর, থানা : সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৩, মৌজা - কামড়াকালি, জেএল নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১৯/৭, ৭৩৮, এলআর দাগ নং ১৭০৭, ৪৮২, আরএস খতিয়ান নং ৭৪০, আরএস দাগ নং ১৬৮২, ১৬০১, ১৬৮৫, ১৬৯৫, ১৭০৫।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/গাইডলাইন অনুসারে, এই লোন অ্যাকাউন্টটি ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
* * * ১২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫২৪০৭২৭৭৫	২৬,৬১,৮০৪.০০ টাকা	৯৫,৬৫৬.০০ টাকা	২৭,৫৭,৪৬০.০০ টাকা
মোট			**২৭,৫৭,৪৬০.০০ টাকা**

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২'-এর অধীনে 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/দাবি সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ১২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ২৭,৫৭,৪৬০.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত ষাট টাকা) এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদসহ পরিশোধ করুন, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদেরকে আর কোনো প্রকার উল্লেখ না করেই জামানতি স্বার্থ বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনারা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক অধস্তন তফসিলভুক্ত জামানতকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনারা দাবি পালনে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারার বিধান অনুযায়ী আইনের ১৩ (১৩) ধারা অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে জামানতকৃত সম্পদ (নীচে তফসিল দেওয়া) হস্তান্তর করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিআরটি/ডিআরটি-র আর ও/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে ইস্যুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা আপনার সিকিউরিটিগুলির উপর খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং পূর্বোক্ত ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
তফসিল যে সকল সম্পদে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৪৫৫৩৪৮২, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৩১৪২৩১৯।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট পাঁচতলায়, ফ্ল্যাট নং ৪০৩ পরিমাপ আনুমানিক ৭১৬ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক লিভিং রুম, দুই টয়লেট, কিচেন এবং এক বারান্দা অবস্থিত ব্লক বি গ্রিনল্যান্ড পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, হাউসিং প্রকল্প এবং এক ঢাকা পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১২০ বর্গ ফুট, এলআর খতিয়ান নং ১২১৯/১, ৭৩৮ এলআর দাগ নং ১৭০৭ এবং ৪৮২, আরএস খতিয়ান নং ৭৪০, আরএস দাগ নং ১৬৮২ এবং এলআর খতিয়ান নং ৭৩৮, রাইপুর সোনারপুর পুরসভা হোল্ডিং নং ৫১৭, থানা : সোনারপুর, কুমড়াখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ব্লক এ ভবন। সোনারপুর স্টেশন রোড। **দক্ষিণে :** ব্লক সি ভবন/আরএস দাগ নং ১৬৮৪। **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ১৬০৫। **পশ্চিমে :** পুকুর এলাকা/আরএস দাগ নং ১৫৯৮ এবং ১৬৮৪।

তারিখ : ১২.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

মালদা জেলায় ৩৪ কিমি অংশ কাঁটাতারবিহীন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার সরকারি উদ্যোগে খুশি সীমান্তবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ করবে সরকার। আর এতেই যেন হাসি ফুটেছে মালদার সীমান্তবর্তী এলাকার অসংখ্য চাষিদের। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার পর কার্যত মঙ্গলবার হবিবপুরের সীমান্ত এলাকা ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতকুবের গ্রামে চাঁদা তুলে বজরংবলীর পুজোর আয়োজন শুরু হয়েছে। বেশ কিছু কৃষক পরিবারের বক্তব্য, 'এতদিন এলাকার খোলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতে ঢুকে ফসল লুঠ করে আসছিল। অনেক বাড়ি থেকে গোরু, ছাগল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জমি দিতে ইচ্ছুক হলেও রাজ্য সরকার অথবা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরকম হেলদোল ছিল না। কিন্তু এবারে থ্রি ফেজের কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা পড়বে সীমান্ত। তাতে সকলেই খুশি।' বিএসএফ ও প্রশাসন সূত্রে জানা

গিয়েছে, মালদা জেলায় ছয়টি থানার অন্তর্গত প্রায় ১৭৩ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে হবিবপুর, বামনগোলা, পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার, বৈষ্ণবনগর এবং কালিয়াচক থানা এলাকার বেশ কিছু জায়গায় সীমান্তে নদীপথ রয়েছে। সেই নদী পথ সীমান্ত এলাকার পরিমাণ প্রায় ৩২ কিলোমিটার। যেখানে কোনরকম কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। এর বাইরে হবিবপুর, বামনগোলা, কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগরের এলাকার প্রায় ৩৪ কিলোমিটার থ্রি ফেজের কাঁটাতার বিহীন খোলা সীমান্ত রয়েছে। গত বছর বৈষ্ণবনগর থানার শুকদেবপুর এলাকার প্রায় এক কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে ঘিরে বিএসএফ এবং বিজিবি'র মধ্যে চরম সংঘাত তৈরি হয়। বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী বিজিবি ওই পারের মানুষদের নিয়েই এপারে হামলা চালানোর চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। যদিও বিএসএফের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু বিএসএফের সদিচ্ছা থাকলেও নানান জটিলতার কারণে মালদার এসব উন্মুক্ত সীমান্তে থ্রি ফেজের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয় নি বলেও বিভিন্ন মহলের অভিযোগ। হবিবপুর থানার ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতকুবের এলাকার বাসিন্দা পারস চৌধুরী, কমল বাস্কে বলেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকায় আমাদের জমি রয়েছে। সেই জমি সরকারকে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণের কোনও আগ্রহ দেখানো হয় নি। যদিও আমাদের তখন জমি অধিগ্রহণ করলে, সঠিক মূল্য পাব কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই সীমান্তের জমি দিতে আগ্রহী ছিলাম আমরা। কিন্তু এবারে নতুন সরকারের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছি। সীমানা এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া পড়লেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে যাবে।' প্রশাসনিক সূত্র খবর, মালদার হবিবপুর, বামনগোলা সীমান্ত এলাকার প্রায় ২৫ কিলোমিটার কাঁটাতার বিহীন রয়েছে। এছাড়াও কালিয়াচকের শ্মশানী সীমান্ত এবং বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েক কিলোমিটার থ্রি ফেজের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নেই। এক্ষেত্রে জমি জটিলতার একটা প্রধান কারণ ছিল। হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু জানিয়েছেন, 'আমরা সর্বদাই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছি। কৃষকেরা সদিচ্ছায় জমি দিতেও রাজি রয়েছে। কিন্তু তারপরেও তৃণমূল সরকারের আমলে কোনরকম গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। যার ফলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছিল। কিন্তু এবার আর সেটা হবে না। খুব শীঘ্রই সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ করার পর বিএসএফের হাতে তুলে দেবে সরকার।'

'মানুষের পরিষেবা ব্যাহত করা যাবে না'

সংবর্ধনা প্রত্যাখ্যান করে বার্তা হাবরার বিজেপি বিধায়ক তথা কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'মানুষের পরিষেবা ব্যহত করা যাবে না। পরিষেবা দিন পাশে আছি।' সংবর্ধনা প্রত্যাখ্যান করে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও আধিকারিকদের বার্তা দিলেন বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলর তথা হাবরার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলর ছিলেন দেবদাস মণ্ডল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাবরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুরে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও পুর আধিকারিকদের সামনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে ব্যহত না হয় সেই বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটা পুরসভা ভয়ে রয়েছে, কেন রয়েছে, সেটা আপনারা জানেন। আমি চাই মানুষের পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়। যারা ক্যাজুয়াল স্টাফ আছেন, তাঁরা যেন সঠিকভাবে তাঁদের বেতন পান।' সুজিত বোসের গ্রেপ্তারির কথা উল্লেখ করে কাজ করবার বার্তা দেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর বিভিন্ন কাজের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, 'আপনারা কাজ করুন, মানুষের জন্য কাজ করুন, আমরা পাশে আছি।' পরবর্তীতে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলররা তাঁকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানাতে গেলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'কাজ করতে এসেছি সংবর্ধনা নিতে নয়।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, 'আমরা চাই সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে ব্যহত না হয়। রাস্তা, নিকাশী-সহ যে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে, সেই কাজগুলো করতে হবে। অস্থায়ী কর্মীদের সঠিক বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা জানতে পেরেছি, অনেকের বেতন বন্ধ আছে, যাতে তারা বেতন পান সেই ব্যবস্থা করুক পুরসভা। আমরা চেয়েছিলাম, দুর্নীতিমুক্ত সরকার গড়তে আগামী দিনের সেইভাবেই চলা হবে। বিগত দিনে এই পুরসভার অনেক দুর্নীতি নিয়ে আমরা অভিযোগ তুলেছিলাম। তার তদন্ত চলবে।' অন্যদিকে, বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার জানিয়েছেন, 'দেবদাস মণ্ডল আমাদের পুরসভার কাউন্সিলর। তিনি এখন বিধায়ক হয়েছেন। তাঁকে অভিনন্দন।' একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, 'কোনও স্টাফের মাইনে বাকি নেই। কিছু কন্ট্রাক্টচুয়াল স্টাফের বেতন বাকি থাকতে পারে সেটা দেখে নেওয়া হবে। ইলেকশনের জন্য অনেক জায়গায় কাজ ব্যহত হয়েছে। নতুন সরকার যেভাবে নির্দেশ দেবে, আমরা সেইভাবে চলব।'

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক গুচ্ছ দাবি ও অভিযোগ নিয়ে জেলা শাসকের দারস্ত হলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। ২০২১-এ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কোনও বিজেপি নেতাকে ময়দানে তেমন দেখা যায়নি। তবে দেখা গেল, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ১০ দিনের মাথায় তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বকে এবং বর্ধমান জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন। তাঁদের দাবি, দিনের পর দিন রাজনীতি হিংসা বেড়েই চলেছে, তা কোনভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এদিন ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়করা ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। জেলাশাসকের কাছে তাঁরা লিখিত অভিযোগ করেন, যেভাবে পোস্টপোল ভায়োলেন্স ছড়াচ্ছে, তা বন্ধ করতে হবে। মূলত প্রধান এই দাবি নিয়ে এদিন তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে পথে নামেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তৃণমূল কর্মীরা। যদিও এই বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, 'বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও ভায়োলেন্স হয়নি, যা হয়েছে

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সিপিএম থেকে গেরুয়া আবির মেখে ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটানো। এর মধ্যে বিজেপি কোনওভাবেই যুক্ত নেই। উপরন্ত বিজেপির কার্যকর্তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে কোনও তৃণমূল কর্মীর উপর আক্রমণ না হয় বা যারা ঘরছাড়া রয়েছেন তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার।'

রাজ্যে পালাবদল, দাড়ি কাটলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আচ্ছালাল

অনুষ্ঠানে থেকে তৃণমূলকে খোঁচা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকের অন্তর্গত কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছালাল যাদব। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ও তাঁর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দাড়ি রাখা শুরু করেছিলেন। রাজ্যে পালাবদল ও উত্তরপাড়া কেন্দ্রে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তথা তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোচনীয় পরাজয়ে, সেই প্রতিজ্ঞা সফল হওয়ায় দাড়ি কাটলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা বর্তমানে বিজেপি নেতা আচ্ছালাল যাদব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াপাড়ার বিজেপির বিধায়ক অর্জুন সিং। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 'এই রাজ্যে ভ্রষ্টাচার চলছিল। সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। মহিলাদেরও কোনও নিরাপত্তা ছিল না। ৫০ বছর এখানে কোনও চাকরি নেই। খালি ধাপ্পাবাজি ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষ বিজেপিকে এনেছে। গুন্ডারাজ তোলাবাজি সিন্ডিকেট রাজ এবার সব বন্ধ হবে। এবার আইনের শাসন চলবে। সরকারি সব পদ পূরণ

হবে। সব কেলেঙ্কারির তদন্ত হবে। আইন আইনের পথে চলবে। মহিলাদের নিরাপত্তা থাকবে। সব প্রকল্প থাকবে, কোনও কিছু বন্ধ হবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' আর কল্যাণ ব্যানার্জি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওসব মাতালের কথার কোনও উত্তর দিই না।' উত্তরপাড়ার মাখলা এলাকায় তাঁর এই রূপ দেখার জন্য সাক্ষী ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী। আচ্ছালাল যাদবের অভিযোগ, ২০২১ সালে তৎকালীন কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে এক কর্মী সম্মেলনে কর্মীদের জন্য কথা বলতে গিয়ে ছিলেন তিনি। ওই সময়ে প্রকাশ্যে কর্মী, সমর্থকদের উপস্থিতিতে তাঁকে চরম অপমান করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ। সে দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সাংসদকে রাজনৈতিকভাবে হারিয়ে, তবেই তিনি দাড়ি কাটবেন। তাঁর দাবি, চলতি বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়া এলাকা থেকে কল্যাণের ছেলে যেমন পরাজিত হয়েছেন, তেমনই সাংসদের অধীনে থাকা কয়েকটি বিধানসভায় পরাজিত হয়েছে শাসকদল, তাই এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, ভোটে নির্দল হয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই, আচ্ছালাল মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন।

চাঁচলে রেশন বণ্টনে কারচুপি, ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি রেশন সামগ্রীতে চাল বিলির অনিয়মকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল, চাঁচল ১ ব্লকের শাহাবাজপুর কালীতলা এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকার এক রেশন ডিলারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক গ্রাহকেরা। অভিযুক্ত ওই রেশন ডিলার আলাউদ্দিন আহমেদের দোকানের ১ হাজার ২০০'রও বেশি গ্রাহক রয়েছে। অধিকাংশ গ্রাহকেরা সরকারি সামগ্রী পাওয়া নিয়েই কারচুপির অভিযোগ করেছেন। বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের অভিযোগ, 'নির্ধারিত যে পরিমাণ চাল একজন গ্রাহক পাওয়ার কথা, তার থেকে মাথাপিছু আড়াইশো গ্রামেরও বেশি চাল কম দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কারোর পরিবারে ছয় জন সদস্য রয়েছে। আবার কারোর পরিবারের দশজন। এভাবে মাথাপিছু চাল কম দিলে পরিমাণে অনেকটাই দাঁড়ায়। এরপর নিজেরাই বাইরে থেকে একটি ওজন যন্ত্র নিয়ে রেশন ডিলারের সামনে সরকারি রেশনের চাল মাপা হয়। তাতেই ধরা পড়ে এই কারচুপি। তারপর ওই ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি হাতের নাগালে বেরিয়ে যেতে দেখেই ঘটনাস্থলে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে চাঁচল মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা। এদিকে রেশন ডিলার আলাউদ্দিন আহমেদ পাল্টা দাবি, 'সরকারিভাবে তিনি যা রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন, সেটাই নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন হচ্ছে। অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সঠিক নয়।'

হুগলির মাখলায় যোগ শিক্ষিকা ডা. রাখী চৌধুরীর নেতৃত্বে যোগের রোগ বিয়োগ কেন্দ্রের রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন। অনুষ্ঠানে মোট ২৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা, গান ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ভরা গ্রীষ্মে জলমগ্ন আবাসন, অভিযোগে ক্ষোভ দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের তপবন সিটি ও সংলগ্ন আবাসন এলাকায় ভরা গ্রীষ্মেই তৈরি হয়েছে জলযন্ত্রণার চিত্র। দুর্গাপুরের আড়া থেকে বামুনারা যাওয়ার রাস্তার ধারে একাধিক আবাসনে হাঁটু সমান জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিন জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধভাবে ডোবা ভরাটের কাজ চলছে। এরফলেই স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। বৃষ্টিপাত না হলেও আশপাশের জমা জল বেরোতে না-পেরে আবাসন এলাকায় ঢুকে

পড়ছে। বহু বাড়ি ও দোকানের সামনে জল জমে রয়েছে, কোথাও আবার দোকানের ভিতরেও জল ঢুকে পড়েছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসন ও পুলিশকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। স্থানীয় দোকানদার প্রবাল চ্যাটার্জি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই এই ধরনের সমস্যা হয়। এবারও তাই হয়েছে। অথচ বৃষ্টি

বাঁকুড়া গ্রামে ৩৬৮ পরিবারের মধ্যে ৩৭ জন বিশেষভাবে সক্ষম

দ্রুত সরকারি নজরদারির দাবি বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার একটি গ্রামে বিশেষভাবে সক্ষম বাসিন্দার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশি এবং তা বাড়ছে। এই বাড়ছে আতঙ্ক ও পাশাপাশি বিতর্কও। এই বিশেষ ভাবে সক্ষম বাসিন্দার সংখ্যা গ্রামে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলার কারণ কি তা নিয়ে চলছে জল্পনা। এই ঘটনার পিছনে জন্মগত ত্রুটি নাকি বয়স বাড়ার সঙ্গে আসা শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে তা নিয়েই চিন্তিত গ্রামবাসীরা। তবে প্রকৃত কারণ এখনও অজানা গ্রামবাসীদের। তারা মেডিক্যাল সার্ভে চেয়ে সরব হয়ে উঠেছে। এই বিরল ঘটনা ঘটেছে জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাওড়াঘাটি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই গ্রামে রয়েছে ৩৬৮টি পরিবার। সেই পরিবারগুলিতে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩৭ জন। কেউ জন্মগতভাবে বিশেষভাবে সক্ষম, আবার কারও বিশেষভাবে সক্ষমতা এসেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের মতে সংখ্যাটা প্রায় ৩৭ থেকে ৪০ জন। গ্রামবাসীরা বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই উদাসীন। তারা সেটাকে ভাগ্য বলে ধরে নিয়েছেন। এতদিন বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও পঞ্চায়েত জানলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিষয়টি বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকি স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা এনিয়ে সরবও হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মেডিক্যাল সার্ভেও হয় নি। নতুন সরকার আসার পর গ্রামবাসীরা নতুন করে সরব হয়ে উঠেছে। তাদের দাবি, গ্রামে স্বাস্থ্য বিভাগের সমীক্ষা দরকার। জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম গৌতম ঘোষ জানান, যে তারা এই ঘটনার কারণ জানেন না। শেষ পর্যন্ত কি হবে এবং তাদের কি করতে হবে সেটাও জানেন না। এজন্য তারা মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পান। সেটা বেড়ে ৫০০০ হলে ভাল হয় বলেও গৌতমবাবু সেটা জানান। এত চিৎকার, আবেদন ও নিবেদন করলেও কেউ গুরুত্ব দেন না, যে তাদের গ্রামে এত বড় সংখ্যক বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ রয়েছেন।যদিও ওন্দার এক সমাজসেবী সংগঠন গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছে। তারাও অবাক এবং গ্রামের পরিস্থিতি দেখে। এই সংগঠনের কর্মী কমলেশ সাঁতরা জানিয়েছেন, সে দেখে অবাক। এই বিষয়টি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিগোচর করা দরকার। গ্রামের ৩৬৮টি পরিবারে ৩৭জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি রয়েছেন। এর তো কোনও কারণ থাকবে। সেই খুঁজে বের করা দরকার। এই ঘটনার পিছনে স্বাস্থ্য বা জিনগত বা পরিবেশগত কারণ রয়েছে নাকি দীর্ঘদিনের অবহেলা পরিস্থিতিকে জটিল করেছে তা খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন। তারা সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমীক্ষার দাবি তুলেছেন। নতুন সরকারের কাছে এমনটাই আবেদন করেছে তারা।

মাজদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী কলেজের গেটে অভয়ার বিচার চেয়ে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার মাজদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের সামনে এবার 'অভয়ার বিচার চাই' লেখা পোস্টার পড়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকাজুড়ে। সোমবার সকালে কলেজ চত্বরে একাধিক পোস্টার নজরে আসে স্থানীয়দের। পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জোর আলোচনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পানিহাটির বহুচর্চিত তঅভয়াদ কাণ্ডের সঙ্গে মাজদিয়ার একটি পরোক্ষ যোগসূত্রের কথা সামনে এসেছে। অভিযোগ, মাজদিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বাবা নির্মলেন্দু ঘোষ পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন এবং সেই ঘটনায় তাঁর নাম নিয়েও অতীতে নানা মহলে আলোচনা হয়েছিল। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট বা প্রমাণিত তথ্য সামনে আসেনি। এলাকার একাংশের মানুষের দাবি, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে বিভিন্ন ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারের দাবি তুলছেন। সেই কারণেই হয়তো কলেজের সামনে এই পোস্টার লাগিয়ে প্রতিবাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ অস্বীকার করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কৃষ্ণগঞ্জ ২ মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতির বক্তব্য, এই পোস্টার কারা লাগিয়েছেন সে বিষয়ে দলের কোনও ধারণা নেই এবং বিজেপির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কও নেই। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি কেউ এই ঘটনায় যুক্ত থাকে, তাহলে অবশ্যই তার নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার হওয়া উচিত।'

মাধ্যমিকে কৃতীদের সংবর্ধনা দিলেন কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জনকারী ব্লকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করল কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার ব্লক অফিসের বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লকের ২০টি বিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারীদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেওয়া হয়। মেধার এই স্বীকৃতিকে ঘিরে এদিন ব্লক প্রশাসনের চত্বরে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কৃতিদের উৎসাহিত করেন কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভঙ্কর সাহা, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নাজমুল হক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়। এছাড়াও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র পড়ুয়া নয়, তাঁদের এই সাফল্যের কারিগর অভিভাবকদেরও এদিন বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রামীণ এলাকার মেধাবী পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী

করে তোলা এবং তাঁদের আগামী দিনের পথচলাকে আরও মসৃণ করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিডিও শুভঙ্কর সাহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এই পড়ুয়ারা আমাদের ব্লকের গর্ব। তারা ভবিষ্যতে যাতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করে এবং সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে, সেই শুভকামনা জানাতেই আমাদের এই আয়োজন।'

এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা কৃতী পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। কঠোর পরিশ্রম এবং লক্ষ্যস্থির রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্লক প্রশাসনের এমন মানবিক ও ইতিবাচক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্লকের শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবক সমাজ।

চাকরির প্রতারণায় আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা। একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আত্মসাৎ। অভিযুক্ত ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসী। অভিযুক্ত প্রকাশ মহাজন কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে প্রকাশ মহাজন। ডি গ্রুপের চাকরি করেন জয় প্রকাশ মহাজন। দেউলী পুকুরিয়ায় ও বসিরহাট দুই জায়গায় তার বাড়ি। অভিযোগ, আইসিডিএস-এর চাকরি দেওয়ার নাম করে সাহেব খালির কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলে প্রকাশ। শতাব্দি মহাজন মণ্ডল, তনুশ্রী মণ্ডল ও একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলে চাকরি দেওয়ার নাম করে। এক বছর আগে থেকেই সে এই টাকা তোলে। মানুষের থেকে টাকা তুলে জয়প্রকাশ মহাজন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মঙ্গলবার ভান্ডারখালি বাজারে তাকে দেখতে পেয়ে এলাকার মানুষ তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বেড়ুগ্রামে ঘরছাড়া তৃণমূল বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাংলার রাজনীতির আঙিনায় ভোটের উৎসব মিটেছে ঠিকই, কিন্তু অনেক প্রান্তেই সেই উৎসবের রেশ রয়ে গিয়েছে বিষাদ হয়ে। তেমনই এক বিষণ্ণ ছবি ধরা পড়ল বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের ১০ নং বুথে। সেখানকার তৃণমূল বুথ সভাপতি নাসির মোল্লা আজ নিজভূমে পরবাসী। নাসির মোল্লার অভিযোগ, গত ৪ঠা মে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযোগের তির বিজেপি সমর্থকদের দিকে। নাসির বাবুর দাবি, সেই দিন তাঁর বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় তাঁর মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু। সেই মুহূর্তের আতঙ্ক আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। প্রাণসংশয়ের চরম আশঙ্কায় সেদিনই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এই রাজনৈতিক কর্মী। আজ রাজনীতির রং ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে নাসিরের সাধারণ নাগরিক পরিচয়। দিনের পর দিন ঘরছাড়া থাকার পর আজ তিনি ক্লান্ত। তিনি পুনরায় নিজের ঘরে, নিজের পরিজনদের কাছে ফিরে আসতে চান। কোনো আড়ম্বর নয়, শুধু নিরাপত্তার সাথে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারটুকু ফিরে পেতে তিনি এখন প্রশাসনের কাছে প্রার্থনা করছেন। এখন দেখার, আইন ও প্রশাসনের তৎপরতা কি কেবল নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি নাসির মোল্লার মতো মানুষেরা আবারও নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে মানবিকতা এবং ন্যায়বিচার জয়ী হয় কি না, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা।

মোদীর ঝালমুড়ি-বিলাসই অনুপ্রেরণা

বর্ধমানে ৫০০ জনকে নিয়ে চলল দেদার মুড়ি উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মোদীর সেই ঝালমুড়ি-বিলাসই অনুপ্রেরণা জোগালো কর্মীদের। বর্ধমানের বিধানপল্লীতে ৫০০ মানুষকে নিয়ে হল দেদার মুড়ি উৎসব। কটু কথা ভুলে ঝালমুড়িতেই রসনাতৃপ্তি সকলে। বর্ধমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় মুখরোচক খাবারে মজলেন সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঝালমুড়ি প্রেমই ফিরল বর্ধমানের বিধানপল্লী ১১ নম্বর ওয়ার্ডে 'ঝালমুড়ি ধামাকা'র মাধ্যমে। বাঙালির প্রিয় মুড়ি খেয়ে স্মৃতি রোমন্থন বর্ধমানবাসীর। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর সেই আড্ডার মধ্যমণি হল এক ঠোঙা 'ঝালমুড়ি'। সেই চিরন্তন আবেগকে সঙ্গী করেই এক অভিনব কর্মসূচির সাক্ষী থাকল বর্ধমান শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লী স্কুল মাঠ। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'বাঙালির প্রিয় খাদ্য মুড়িকে অপমান করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সম্মান দিয়েছেন। তারা চেয়েছিলেন এই সন্ধ্যের আড্ডায় সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সেই স্বাদ আর আনন্দ ভাগ করে নিতে। মানুষের ভিড় প্রমাণ করে দিয়েছে ঝালমুড়ি বাঙালির হৃদয়ে কতটা গভীর ভাবে জড়িয়ে।'

'আমি এখন বিজেপি নেতা'!

পাওনাদার টাকা চাওয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ফের বিতর্কে জড়ালেন বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি অডিও ক্লিপ (সত্যতা যাচাই করেনি একদিন সংবাদপত্র), যেখানে এক পাওনাদারের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমিও এখন বিজেপি নেতা।' অভিযোগ,

নির্বাচনে হারের পর থেকেই বিভিন্ন পাওনাদারেরা খোকন দাসের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা চাইতে শুরু করেন। সেই সূত্রেই কঙ্কালীতলা কালীমন্দির সংলগ্ন একটি দুর্গা মন্দির নির্মাণকারী এক ব্যক্তি তাঁর পাওনা টাকা চাইলে, ফোনে তাঁকে পুলিশের ভয় দেখানো হয় বলে দাবি। পাশাপাশি কথোপকথনে রাজনৈতিক পরিচয়ের উল্লেখ করে প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠেছে। সমাজমাধ্যমে অডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই ঘটনা শাসক ও দলবদল রাজনীতির এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। যদিও খোকন দাসের তরফে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

জ্বালানি নিয়ে মোদীর বার্তার পর

দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ১২ মে: অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি-র কোনও খামতি নেই ভারতে। ফের এক বার আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তিনি জানিয়েছেন, জ্বালানি সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই। দেশে কত দিনের অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি আপাতত মজুত রয়েছে, তার হিসাবও দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি পর পর দু'দিন জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে দেশবাসীকে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বর্তমান সময়ে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস- এ সব জিনিস অত্যন্ত সংযমী হয়ে ব্যবহার করতে হবে। যে সব জ্বালানি পণ্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি, সেগুলি যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। এতে বিদেশি মুদ্রারও সাশ্রয় হবে এবং যুদ্ধের সঙ্কটের বিরূপ প্রভাবকেও কমানো যাবে।' তাঁর এই আহ্বান নিয়ে চলছে রাজনৈতিক তরজা। সেই আবহে দেশের জ্বালানি ভান্ডারে কত কী মজুত রয়েছে, তার ধারণা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরুর পর থেকেই বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযমী হওয়ার বার্তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি অদূর ভবিষ্যতে দেশে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দেবে? সেই 'বিভ্রান্তি' দূর করতে সোমবারই সরকারের তরফে দেশের জ্বালানি মজুত রাখার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। এ বার সেই বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন হরদীপ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যে দেশে এলপিজি উৎপাদনে জোর দিয়েছে সরকার। বর্তমানে দৈনিক ৫৪ হাজার টন এলপিজি উৎপাদন হচ্ছে ভারতে। তার পরেই হরদীপ বলেন, 'এলপিজি সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই। দেশে ৬৯ দিনের অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি আর ৪৫ দিনের মতো এলপিজি মজুত রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় অযথা আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন হরদীপ। তিনি এ-ও জানান, মোদী যা বলেছেন, সেটাকে সতর্কবার্তা হিসাবে গণ্য করা উচিত। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ কমানোর পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রকের যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সোমবার আধিকারিকেরা জানান, ভারতের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের প্রভাব ভারতের উপর যাতে কম পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ করেছে। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্মসচিব বলেন, 'ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অপরিশোধিত তেল, এলপিজি, পেট্রল, ডিজেল রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ জ্বালানি পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানি করা হয়। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতে যে কোনও ধরনের সঙ্কট এড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।'

সর্বকালের রেকর্ড পতনের পর ৯৬ ছুঁইছুঁই টাকার দাম

নয়াদিল্লি, ১২ মে: সেঞ্চুরির দিকে আরও এগিয়ে গেল মার্কিন ডলারের নিরিখে টাকার দাম। মঙ্গলবার সকালে বাজার খুলতেই টাকার দাম অন্তত ২৭ পয়সা কমে যায়। তার ফলে ডলার প্রতি টাকার মূল্য সাড়ে ৯৫ টাকারও উপরে পৌঁছে যায়। টাকার দামে এটাই সর্বকালীন পতন। অন্যদিকে বেহাল দশা শেয়ার বাজারেও। সোমবার ৯০০ পয়েন্টেরও বেশি পড়েছিল সেনসেক্স। সেই রক্তক্ষরণ অব্যাহত ছিল মঙ্গলবারও। বাজার খোলার পর থেকে সেনসেক্সের সূচক ক্রমশ নিম্নমুখী হয়। যুদ্ধের আবহে এই দুর্দশা আরও বাড়বে বলেই বিশ্লেষকদের আশঙ্কা।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং তার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি-এই কারণেই ভারতীয় মুদ্রার উপরে চাপ বাড়ছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে যৌথ হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল। দেড় মাস যুদ্ধের পর আপাতত দুই পক্ষ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানোর প্রস্তাব নাকচ করে চলেছে দুই দেশই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সংঘর্ষবিরতি এখন লাইফ সাপোর্টে আছে। এই হুঙ্কারের পরই টাকার দামে বড়সড় পতন হল মঙ্গলবার।

গত ৪ মার্চ প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কায় টাকার দাম ৭০ পয়সা বেড়ে ৯২-এর গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৯২.১৭ টাকা। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই আরও ধস নামে টাকার মূল্যে। সর্বকালের রেকর্ড পতনের ফলে ডলারের দাম গিয়ে দাঁড়ায় ৯২.৩০ টাকায়। যুদ্ধ চলতে থাকলে টাকার দামে এই রক্তক্ষরণও অব্যাহত থাকবে, আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা সত্যি করে ৯৫-এর গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে টাকা, মাত্র দু'মাসের মধ্যে। সর্বকালীন রেকর্ড পতনের নতুন নজির তৈরি হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহেই। সেই ধারা বজায় রেখে ৯৬-এর খুব কাছে পৌঁছে গেল টাকার দাম।

১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হবে 'জিরামজি'

নয়াদিল্লি, ১২ মে: আগামী ১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে 'বিকশিত ভারত- গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা সংক্ষেপে 'জিরামজি'। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় এখন থেকে গ্রামীণ ভারতের শ্রমিকরা ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা পাবেন। সেই সঙ্গে বরাদ্দ করা হয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা।

নয়া এই আইনে যে শর্ত রয়েছে তা হল, দেশের সব রাজ্যের শ্রমিকরা এখানে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে তাঁরা যদি কাজ না পান সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে বেকার ভাতা পাবেন শ্রমিকরা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১ জুলাই থেকে 'ভিবি জি রামজি' আইন লাগু হওয়ার আগে পর্যন্ত চলতে থাকা গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পের যাবতীয় কাজ নতুন আইনের অধীনস্থ প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। নতুন শ্রম কার্ড তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভেরিফায়েড সব শ্রম কার্ড বৈধ থাকবে।

সংসদে বিল পাস এবং রাষ্ট্রপতির সিলমোহর আগেই পড়েছিল। এদিন কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৯৫ হাজার ৬৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নতুন প্রকল্পের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। মোদী সরকারের লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির ভোল বদলে দেওয়া।

গত ডিসেম্বরে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১০০ দিনের কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব সংবলিত বিল পাশ হয়েছিল লোকসভা এবং রাজ্যসভায়। এত দিন গ্রামীণ ভারতে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্পের নাম ছিল 'মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপাওয়ারমেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫' (মনরেগা) যা বদলে করা হয়েছিল 'ভিবিজিরামজি'। নতুন আইনে বলা হয়েছে, ২০৪৭ সাল পর্যন্ত দেশে উন্নয়নের রূপরেখা 'বিকশিত ভারত'-এর সঙ্গতি রেখেই এই গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।

ট্রাম্পকে পরমাণু প্রত্যাঘাতের হুমকি ইরানের

তেহরান, ১২ মে: মার্কিন সেনা আবার হামলা চালালে নতুন করে পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের উপযোগী ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথে হাঁটবে ইরান। মঙ্গলবার এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরান পার্লামেন্টের মুখপাত্র ইব্রাহিম রেজাই। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'যুদ্ধ যদি আবার শুরু হয়, তবে পার্লামেন্ট পারমাণু অস্ত্র তৈরির উপযোগী ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। হামলা হলে ইরানের অন্যতম বিকল্প হতে পারে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করা।'

ঘটনাচক্রে, মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরান যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তা খারিজ করে দিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেন, 'গত ৮ এপ্রিল শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতিটি বর্তমানে লাইফ সাপোর্টে রয়েছে।' ট্রাম্পের ওই ঘোষণার পরেই এই পরমাণু-হুঁশিয়ারি এল তেহরানের তরফে। তবে ট্রাম্পের চিন সফরের আগে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরুর সম্ভাবনা নেই বলে কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি। তারা জানাচ্ছে, বেজিংয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে চিনের 'ইরান নীতি' বদলানোর জন্য চাপ দিতে পারেন ট্রাম্প।

প্রসঙ্গত, ইরানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে একাধিক শর্তের কথা রয়েছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছে মোজতবা খামেনেইয়ের দেশ। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীতে সার্বভৌম কর্তৃত্ব বজায় রাখা, তেল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং তেহরানের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-এর সদস্য লেবাননের হিজবুল্লা, ইরাকের 'পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস' (পিএমএফ) এবং আশাব আল-কাহ্‌ফের, ইয়েমেনের হুথির উপর হামলা বন্ধেরও দাবি জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানে ব্যস্ত বাজারে বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ৭

ইসলামাবাদ, ১২ মে: ভয়াবহ বিস্ফোরণ পাকিস্তানে। খাইবার পাখতুনখোয়ায় একটি ব্যস্ত বাজারের কাছেই রেলগেটের পাশে আচমকাই বিস্ফোরণে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে পাঁচজন সাধারণ নাগরিক। বাকি দু'জন পুলিশকর্মী বলে জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, একটি গাড়ির মধ্যে রাখা বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে বহু মানুষ আহতও হয়েছে।

বিস্ফোরণের ফলে জনাকীর্ণ বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল ও নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালগুলোতে স্থানান্তর করা হয়। বিস্ফোরণের প্রকৃতি নির্ণয় করতে এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে পুলিশ একটি তদন্ত শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

গত মাসে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একই ভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। গাড়িবোমা বিস্ফোরণে মহিলা, শিশু-সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মৃতদের দেহ। আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্তত চারজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানা যায়।

উল্লেখ্য, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বিদ্রোহী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র সঙ্গে পাক সেনার সংঘর্ষ বছরভর লেগে রয়েছে।

ময়দান

পঞ্জাবের টানা হারে নতুন স্বপ্ন দেখছে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরশুমের শুরুটা স্বপ্নের মতো হয়েছিল পঞ্জাব কিংসের। টানা জয় তুলে নিয়ে তারা একসময় আইপিএলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রিকেটে ছন্দ হারাতে সময় লাগে না। পরপর চারটি ম্যাচে হেরে এখন চাপে পড়ে গিয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের দল। আর পাঞ্জাবের এই খারাপ সময়ই নতুন করে আশা দেখাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে।

সোমবার ধরমশালায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামে পাঞ্জাব। নিজেদের মাঠে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরু করে তারা। ওপেনার প্রিয়াংশ আরিয়া আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দ্রুত রান তোলেন এবং ৫৬ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন। মাঝের ওভারে কুপার কনোলিও গুরুত্বপূর্ণ ৩৮ রান যোগ করেন। শেষদিকে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। তিনি অপরাজিত ৫৯ রান করে দলকে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২১০ রানের বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। দুশোর বেশি রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় দিল্লি। নিয়মিত উইকেট হারিয়ে তারা চাপে পড়ে যায়। একসময় স্কোর ছিল ৭৪ রানে ৪ উইকেট। তখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ পুরোপুরি পাঞ্জাবের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু সেখান থেকেই পালটা লড়াই শুরু করেন দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল এবং অভিজ্ঞ ব্যাটার ডেভিড মিলার। দু'জনে মিলে দুর্দান্ত জুটি গড়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন।

অক্ষর মাত্র ৩০ বলে ৫৬ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল একের পর এক আক্রমণাত্মক শট। অন্যদিকে মিলারও শান্ত মাথায় শেষ পর্যন্ত লড়ে যান এবং ৫১ রান করেন। তাঁদের জুটির ওপর ভর করেই দিল্লি শেষ পর্যন্ত তিন উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয়। এই জয়ের ফলে দিল্লি নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। টানা খারাপ ফলের পর এই জয় দলকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে।

অন্যদিকে পাঞ্জাবের জন্য পরিস্থিতি এখন কঠিন। ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা এখনও প্রথম চারের মধ্যে থাকলেও পরের ম্যাচগুলোতে জয় খুবই জরুরি। কারণ পিছন থেকে কয়েকটি দল দ্রুত উঠে আসছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং . ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪২এ-২৫, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪২এ-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে লার্জ স্প্যান জাম্পার/জি জাম্পার ইত্যাদির প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৮৩,০৬,১৯৬.৮৮ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৩,৬৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-61/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/02/26-27 Dated 11.05.2026	FENCING WORK (AVG. 3M EXPOSED ON GROUND) AT NETAJI SPORTS COMPLEX INSIDE WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.55,12,431.00

Bid Submission end date: **28.05.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/01/26-27 Dated 11.05.2026	The Shed for Fartabad Market near Fartabad More Ward No. - 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,43,634.00
WBMAD/ULB/ RSM/04/26-27 Dated 11.05.2026	Eucalyptus Pilling & Garbage Vat beside Canal Side Road, Ward No.- 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,85,209.00

Bid Submission end date: **22.05.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া-অমৃতসর-হাওড়া মেলের যাত্রাপথ পরিবর্তন

ডাবলিং-এর কাজের জন্য, উত্তর রেলওয়ের লখনৌ ডিভিশনে মা বেল্‌হা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং-জংঘই জং শাখায় গৌরা, সুওয়ন্সা, বাদশাহপুর, নীভাপুর, জংঘই জং স্টেশনে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত **প্রাক্ নন-ইন্টারলকিং/নন- ইন্টারলকিং** কাজ করা হবে। এর ফলে, **১৩০০৫/১৩০০৬ হাওড়া-অমৃতসর-হাওড়া মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৬.২০২৬ থেকে ২৯.০৬.২০২৬) উভয় অভিমুখে বারাণসী-মা বেল্‌হা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং-লখনৌ হয়ে চলার পরিবর্তে **বারাণসী-জাফরাবাদ-সুলতানপুর-লখনৌ** হয়ে চলবে এবং ভদোহী, জংঘই জং, বাদশাহপুর, মা বেল্‌হা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং, আমেঠী, গৌরীগঞ্জ, জৈস, রায়বরেলী জং এবং বছরাওয়াঁ স্টেশনগুলিতে থামবে না। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। **চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার**
পূর্ব রেলওয়ে

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এতদ্বারা পনেরো দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে মেসার্স রয়্যাল ইনফ্রা, একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ : লোহা ও ইস্পাত পণ্য উৎপাদন
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি দক্ষিণ বাড়ি, রাজাপুর, উত্তর ঝাপরদহ, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত কার্যালয় থেকে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি ফার্মের নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে পারবেন।
আবেদনকারীর নাম
১. সাহিল কেডিয়া
তারিখ ১২.০৫.২০২৬ ২. অনিতা কেডিয়া
৩. সুষমা গোয়েল

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/03/26-27 Dated 11.05.2026	THE CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT GARIA BARADA PRASAD UCHCHA VIDYALAYA, WARD NO. 29 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,84,590.00
WBMAD/ULB/ RSM/05/26-27 Dated 11.05.2026	Construction of Culvert at Saheb bagan & Repairing of Surface drain at M.N. Roy road near Loknath Garments In Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,36,743.00
WBMAD/ULB/ RSM/06/26-27 Dated 11.05.2026	Repairing & Renovation of Bio Waste Room & Partly Main Building of Matri Sadan at Ward No-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,46,646.00
WBMAD/ULB/ RSM/07/26-27 Dated 11.05.2026	Construction of Concrete Road at Pashchatya Para Road near Pahari House at Ward No-16 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,78,172.00

Bid Submission end date: **22.05.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

নোটিশ
কলকাতাস্থ সিটি সিভিল কোর্টে মহামান্য ৯তম বেঞ্চ সমীপে স্বত্ব মামলা নং ১০৬০-২০১১ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেট বডি -স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন ১৯৫৫ অনুযায়ী গঠিত স্থানীয় প্রধান অফিস "সমৃদ্ধি ভবন", ১, স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১ এবং ব্যবসা পরিচালিত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং শাখা, ৭৬, এ জে সি বোস রোড, থানা : তালতলা, কলকাতা - ৭০০০১৪ এবং হিসাব রক্ষার কাজের অফিস স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, ৯বি-এসপ্ল্যানেড রো (পূর্ব), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬৯
--- **আবেদনকারী**
বনাম
শ্রী রাজু দাস, পিতা শ্রী প্রদীপ দাস,নিবাস নৌভাঙ্গা পাড়া, ২৩-সল্ট লেক, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৫।
---**বিবাদী**
প্রতি
শ্রী রাজু দাস, পিতা শ্রী প্রদীপ দাস নিবাস নৌভাঙ্গা পাড়া, ২৩- সল্ট লেক, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০১০৫।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আবেদনকারী আপনার বিরুদ্ধে **২,৬১,২৬৯.০০ টাকা** দাবি করে ২৭.০৫.২০১১ তারিখে এক মামলা দায়ের করেছে এবং আপনাকে স্বয়ং বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মথে আইনজীবী মারফত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানে সক্ষম বা সহকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট মামলার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হিসেবে **৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায়** উক্ত দাবির উত্তর প্রদানের জন্য হাজির হতে এবং সংশ্লিষ্ট দিনে আপনার সমর্থনে যাবতীয় নথি তথ্য সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে আপনার হেফাজতে থাকা নথি বা ক্ষমতা যার ভিত্তিতে আপনার সমর্থনে বা দাবি খারিজের বা পাল্টা দাবির জন্য এবং আপনি অন্যান্য ক্ষমতা বা সাক্ষ্যর মাধ্যমে যা আপনার স্বপক্ষে বা দাবি খারিজের ক্ষেত্রে বা পাল্টা দাবির ক্ষেত্রে যেসকল নথি ব্যবহার করবেন তার তালিকাসহ লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
আরও অবগত হোন যে আপনার সংশ্লিষ্ট দিনে অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি একতরফা শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
আদেশক্রমে
সোমা দাস
২১/০৪/২৬
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II , তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নংঃ ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৮-২৬-২৭। কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ সিমেন্ট কংক্রীটিং সহ টালা, পার্ক সার্কাস, লেক গার্ডেন্স, মাঝেরহাটে (মোট = ০৭টি) প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮৮,৭৮,১৮৭.১৫ টাকা, **ইএমডিঃ** ৫,৭৭,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৯-২৬-২৭। কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/ শিয়ালদহের অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনে মাঝেরহাট, পার্ক সার্কাস, সন্তোষপুর, টালা ইত্যাদিতে প্ল্যাটফর্ম শেডের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৩০,২১,৮৫৩.৪১ টাকা, **ইএমডিঃ** ৬,৬০,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-২২-২৬-২৭। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বালিগঞ্জের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/ বেলেঘাটার অধিকারক্ষেত্রে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৩,০৩,৮২১.৭৪ টাকা, **ইএমডিঃ** ১,৮৬,১০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ্ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।
SDAH-36/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ক্রমিক নং. ঃ ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ৩৭-২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকড্ লেভেল ক্রসিং গেটে (লিলুয়া-বেলুড় মঠ শাখায় ১টি, বর্ধমান-কাটোয়া শাখায় ২টি, রামপুরহাট-দুমকা শাখায় ২টি) রিলে হাটের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,৩৯,৮৯,৭৬১.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬,৭৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস। **ক্রমিক নং. ঃ ২, ই-টেন্ডার নং ঃ ৩৮-২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া ডিভিসনের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কন্ট্রাক্টরের মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট দ্বারা সাইটে ৬০ কেজি/৫২ কেজি (৯০ ইউটিএস/৭২ ইউটিএস, আর-২৬০) (নিউ/এসএইচ/এসআর/এসডব্লুআর/এলডব্লুআর) রেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৩৫,১০,০৪৫.১৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৭০,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমেকেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-60/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

মামলা নং আরসি/২৪৫/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স রত্না টেক্সটাইল এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ
মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর ২২.০৪.২০২৬ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে :
"সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৭০ শতক, ডাঙ্গা জমি অবস্থিত মৌজা- জাহান্নগর, তৌজি নং -২৭, দাগ নং -৭২, জেএল নং ৯১,খতিয়ান নং ৩৯, থানা : পূর্বস্থলী, জেলা : বর্ধমান দলিল নং ৬৫৫২ - ১৯৮৫ সালের সম্পত্তি শ্রী অরুণ কান্তি দেবনাথের নামে।
সংশ্লিষ্ট বিএল এবং এলআরও প্রতিবেদন সংযুক্ত রিসিভার রিপোর্ট অনুযায়ী ৬০ শতক জমির অস্তিত্ব রয়েছে এভং সিএইচবি এক মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করে জমির এরিয়া ৬০ বলে উল্লেখ করেছেন।"
সম্পত্তিটি "যেমন আছে যেখানে আছে" ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন থাকবে। আগ্রহী ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা দিতে হবে। এই বায়না শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - ২, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সফল দরদাতার ক্ষেত্রে উক্ত জমাকৃত অর্থ সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অন্যান্য দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়না সমন্বয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তবে প্রথম কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় বায়নার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য, যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না, তা হলো **১৬,২০,০০০ টাকা (ষোল লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে বর্ধিত দরপত্রের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আরসি/২৪৫/২০১৮ তারিখ **০৭.০৫.২০২৬**-এ উল্লিখিত বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী একই থাকবে।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তিটি অনলাইন নিলাম (ই-নিলাম)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে, যা **১৮.০৬.২০২৬** তারিখে বিকাল ৩.০০টা থেকে ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net**-এ ৩ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময়সহ এটি পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **১৬.০৬.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে। এর সাথে তাদের প্রস্তাবের সাথে 'রিকভারি মানি' (বায়না) ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে 'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় জমা দিতে হবে।
তবে, নিলাম চলাকালীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটা কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
অনলাইনে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড, যদি থাকে, ই-নিলাম প্রদানকারী সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী এবং আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে পরবর্তী নির্দেশনাসহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল-**support@auctiontiger.net**
আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং অন্য যেকোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট **http//drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **সুভদ্রা বরুয়া, চিফ ম্যানেজার, যোগাযোগ নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯, ই-মেইল আইডি-sbi.05171@sbi.co.in ঠিকানা - স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা, জীবন বিল্ডিং (১২ তম তল), ১, মিডলটন স্ট্রিট, জীবনদীপ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১।**
স্বা/-
স্থান : কলকাতা রিকভারি অফিসার
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২, কলকাতা

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০ ০২২
ফোন: +৯১-৩৩-২২২৩০০১৬; **ফ্যাক্স:** +৯১-৩৩-২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল:** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.msumindia.com, **CIN:** U17124WB1939PLC128650
প্রধান কার্যালয় ও কার্যক্ষেত্র: যোধপুর রোড, পালি - ৩০৬ ৪০১ (রাজস্থান),
ফোন: +৯১-২৯৩২-২২০২৮৬/২৮৮; **ফ্যাক্স:** +৯১-২৯৩২-২২১৩৩৩; **ই-মেল:** ho.msum@lnbgroup.com

বিজ্ঞপ্তি
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত সেকশন ১১০ এর বিধানাবলী এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) রুলস, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ (বর্তমানে বলবৎ এর যে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ), এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') কর্তৃক জারি করা ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হল ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ ('জেনারেল সার্কুলারসমূহ') যা সময়ে সময়ে সংশোধিত, এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া ('এসএস-২') কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, কোম্পানি ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পাদনের জন্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের দ্বারা সদস্যদের সম্মতি চাওয়ার জন্য ১২ই মে, ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে।
জেনারেল সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উক্ত নথিপত্র পাঠিয়েছে যারা ৮ই মে, ২০২৬ ('কাট-অফ তারিখ') তারিখের হিসাবে কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতি জ্ঞাপন শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।
যে সকল সদস্যের নাম কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ শুক্রবার, ৮ই মে, ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলির দ্বারা পরিচালিত বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে, শুধুমাত্র তারাই রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-কে আইন অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
যে সকল সদস্য এখনও পর্যন্ত তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তাদেরকে কোম্পানির কাছ থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সমস্ত যোগাযোগ গ্রহণের জন্য আরটিএ-এর ইমেইল আইডি **contact@mdplcorporate.com** -এ তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি পাননি, তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটোম্যাটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড (৫ম ফ্লোর), কলকাতা - ৭০০০০১ অথবা **contact@mdplcorporate.com** -এ আবেদন করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com** -এও উপলব্ধ রয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং ২২ (সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে) এর বিধানাবলী মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের (শেয়ার ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড যে আকারেই থাকুক না কেন) বৈদ্যুতিন উপায়ে অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়গুলিতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ১৩ই মে, ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১১ই জুন, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের ভোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরে ই-ভোটিং সুবিধা নিষ্ক্রিয় করা হবে। ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ুন এবং অনুসরণ করুন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে তার দ্বারা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখের পর তিন দিনের বেশি নয় এমন সময়ের মধ্যে ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.msumindia.com** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** -এ পোস্ট করা হবে এবং ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণী, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে।
সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৮০০২১০৯৯১১। বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০১৩-এর উদ্দেশ্যে জানানো যেতে পারে বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ইমেল পাঠানো যেতে পারে বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করা যেতে পারে। ১৮০০২১০৯৯১১।
পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
মহারাজ শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা সঞ্জিত কুমার সিং
তারিখ: ১২ই মে, ২০২৬ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

সুন্দরবনের হৃদস্পন্দনে ভগৎপুরের কুমির প্রকল্প

হাফিজুর রহমান লস্কর

নিশ্চুপ ভোরে যখন সুন্দরবনের নদীর বুকে জোয়ারের জল ধীরে ধীরে উঠে আসে, তখন কাদামাটির বুক চিরে ভেসে ওঠে এক প্রাচীন জীবনের ছায়া। পাখির ডাক, ম্যানগ্রোভের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আর জলের উপর স্থির চোখ;এই নীরব দৃশ্যের মাঝেই উপস্থিত থাকে জল, জঙ্গলের এক অবিচল প্রহরী, কুমির। হাজার হাজার বছর ধরে তারা এই ভূখণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে, অথচ আধুনিক সভ্যতার চাপে আজ তারাই হয়ে উঠেছে বিপন্ন। ঠিক এইখানেই সুন্দরবনের বুকে এক আশ্বাসের নাম;ভগৎপুর কুমির প্রকল্প।

নদী,খাল,খাঁড়ির জলে অবাধ বিচরণকারী এই প্রাচীন সরীসৃপ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার ভগৎপুর কুমির প্রকল্প আজ এই জল,জঙ্গলের প্রহরী কুমিরদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। কুমির সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষা, মানুষ ও বন্যপ্রাণের সহাবস্থান;এই দুইয়ের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে ভগৎপুর।

সুন্দরবনের পরিবেশ এক কথায় অনন্য। এখানে নদী আর জঙ্গল একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জোয়ার,ভাটার ছন্দে প্রতিদিন বদলে যায় ভূদৃশ্য। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে কুমির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে থেকে জলজ প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, অসুস্থ ও দুর্বল প্রাণী শিকার করে পরিবেশকে সুস্থ রাখে। কুমির না থাকলে এই ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে;জলজ জীববৈচিত্র্যে দেখা দিতে পারে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কুমিররাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। নির্বিচারে শিকার, ডিম নষ্ট হওয়া, নদী,খালের দূষণ, মানুষের সঙ্গে সংঘাত;সব মিলিয়ে সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা একসময় আশঙ্কাজনকভাবে কমে আসে। তখনই প্রয়োজন হয়ে ওঠে একটি পরিকল্পিত সংরক্ষণ উদ্যোগের। সেই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে ভগৎপুর কুমির প্রকল্প। এই

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল;কুমিরদের নিরাপদ প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করা, তাদের সংখ্যা বাড়ানো এবং আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে দেওয়া।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প শুধুই একটি প্রজনন কেন্দ্র নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ গবেষণা ও সচেতনতার কেন্দ্র। এখানে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে সুরক্ষিত পরিবেশে ফোটানো হয়। সদ্যোজাত কুমিরছানাদের বিশেষ যত্নে বড় করা হয়, যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও অভ্যাস অর্জন করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বয়স ও আকারে পৌঁছানোর পর তাদের আবার সুন্দরবনের প্রাকৃতিক জলাভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হেড-স্টার্টিং';যা কুমির সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকর।

এই প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের সঙ্গে কুমিরের সম্পর্ক। সুন্দরবনের বহু মানুষ নদী,খালের উপর নির্ভরশীল;মাছ ধরা, যাতায়াত, জীবিকা সবই জলের সঙ্গে যুক্ত। কুমিরের উপস্থিতি অনেক সময় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভগৎপুর কুমির প্রকল্প এই জায়গায় সচেতনতার কাজ করে। স্থানীয় মানুষকে বোঝানো হয় কুমিরের আচরণ, তাদের চলাচলের সময় ও জায়গা সম্পর্কে। কীভাবে নিরাপদে নদী ব্যবহার করা যায়, কুমির দেখলে কী করা উচিত;এই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও তথ্য দেওয়া হয়। ফলে মানুষ ও কুমিরের সংঘাত অনেকটাই কমে আসে। ভগৎপুরে কুমিরদের ঘেরাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছাকাছি অবস্থায় থাকতে পারে। লবণাক্ত জল, কাদা, সূর্যের আলো;সবই তাদের স্বাভাবিক জীবনের অংশ। এখানে কুমিরদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই যত্নশীল ব্যবস্থাপনার ফলেই ভগৎপুর আজ দেশের অন্যতম সফল কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প হিসেবে পরিচিত।

এই প্রকল্প সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় একটি বৃহত্তর বার্তাও দেয়। কুমিরকে রক্ষা মানে কেবল একটি প্রাণীকে বাঁচানো নয়; এর অর্থ পুরো জলজ বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা। কুমিরের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে পরিবেশ এখনও সুস্থ। তারা জলদূষণের প্রতি সংবেদনশীল; তাই যেখানে কুমির টিকে থাকে, সেখানে পরিবেশের ভারসাম্য তুলনামূলকভাবে ভালো থাকে। এই কারণেই কুমিরকে অনেক সময় বলা হয় 'ইকোসিস্টেম ইন্ডিকেটর';পরিবেশের স্বাস্থ্য সূচক।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প শিক্ষা ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে আসা পর্যটক, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা কাছ থেকে কুমির সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। কুমিরের জীবনচক্র, আচরণ, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা; সবকিছুই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে টেকসই পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হয়।

তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনের উপর স্পষ্ট। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়;সবই কুমিরসহ পুরো বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করছে। কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে কুমির প্রকল্পের অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই প্রকল্প টিকে আছে মানুষের দায়বদ্ধতা ও প্রকৃতির প্রতি সম্মানের কারণে।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়;সংরক্ষণ মানে শুধু আইন বা প্রশাসনের কাজ নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব। যখন স্থানীয় মানুষ, বনকর্মী, বিজ্ঞানী ও প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করে, তখনই প্রকৃত সাফল্য আসে। কুমিরদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে ভগৎপুর প্রমাণ করেছে;মানুষ চাইলে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়া সম্ভব।

আজ ভগৎপুরে জন্ম নেওয়া কুমিরছানারা যখন বড় হয়ে সুন্দরবনের নদীতে ফিরে যায়, তখন তারা কেবল একটি প্রাণী হিসেবে নয়, একটি বার্তা বহন করে। সেই বার্তা হল;প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতিও আমাদের রক্ষা করে। জল, জঙ্গলের এই নীরব প্রহরীরা আমাদের অজান্তেই পাহারা দেয় সুন্দরবনের প্রাণ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জল-জঙ্গলের প্রহরী কুমির, ভগৎপুরে সুরক্ষিতদ;এই বাক্যটি কেবল একটি শিরোনাম নয়, এটি একটি দর্শন। প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের দর্শন। সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ যে শুধু বাঘ বা গাছের উপর নির্ভরশীল নয়, কুমিরের মতো নীরব প্রহরীদের উপরও নির্ভর করে;ভগৎপুর কুমির প্রকল্প সেই সত্যটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বিস্মৃতির অতলে ডুবছে বল্লাল সেনের ঢিপি

বেবি চক্রবর্তী

সময়ের স্রোত বয়ে যায় নিরবধি। তারই ঢেউয়ে কখনও ভেসে ওঠে সভ্যতা, আবার কখনও হারিয়ে যায় অজানার অন্ধকারে। আজ যেখানে ব্যস্ত জনজীবন, কোলাহল আর আধুনিকতার ছোঁয়া - কখনও সেই স্থানই ছিল এক সমৃদ্ধ নগর, মানুষের স্বপ্ন আর সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তারা আজ কেবল স্মৃতি, ধুলো পড়া গল্প।

ভারতের ইতিহাসে এমন বহু শহর রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব আজ শুধুই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সীমাবদ্ধ। বাংলার বুকেও লুকিয়ে আছে এমন অনেক হারিয়ে যাওয়া জনপদের গল্প। এই হারিয়ে যাওয়া শহরগুলোর গল্প শুধু ইট-পাথরের

নয়, মানুষেরও। সেইসব মানুষের, যারা স্বপ্ন দেখেছিল, ভালোবেসেছিল, গড়ে তুলেছিল এক একটি সভ্যতা। কিন্তু সময় তাদের নাম মুছে দিয়েছে, রেখে গেছে শুধু চিহ্ন।

সময়ের স্রোত বয়ে যায় নিরন্তর, আর সেই স্রোতের তলায় চাপা পড়ে যায় কত শত ইতিহাস, কত অজানা কাহিনি। নদিয়ার কৃষ্ণনগর-এর অদূরে, বামুনপুকুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 'বল্লাল সেনের ঢিপি' যেন তেমনই এক বিস্মৃত স্মৃতিস্তম্ভ - যেখানে মাটির প্রতিটি স্তর আজও লুকিয়ে রেখেছে বাংলার এক গৌরবময় অতীতের প্রতিধ্বনি।

এক সময় এই ঢিপি ছিল ইতিহাসের উন্মুক্ত গ্রন্থ - যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতার অজস্র নিদর্শন। সেন রাজবংশের প্রখ্যাত শাসক বল্লাল সেন-এর নামাঙ্কিত এই স্থান শুধু একটি ঢিপি নয়, বরং বাংলার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক জীবন্ত দলিল।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, এই অঞ্চল একসময় ছিল সমৃদ্ধ নগরায়নের অংশ। এখানে হয়তো গড়ে উঠেছিল রাজপ্রাসাদ, মন্দির, প্রশাসনিক ভবন কিংবা অভিজাত বসতি।

যদিও আজ তার কোনও দৃশ্যমান চিহ্ন নেই, তবুও মাটির স্তরে স্তরে লুকিয়ে থাকা ইটের গাঁথুনি, পোড়ামাটির টুকরো, অলঙ্কারের ভগ্নাংশ যেন অতীতের এক অমোঘ সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

ইতিহাসবিদদের মতে, বল্লাল ঢিপি শুধু সেন যুগের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নয়, নবদ্বীপ-মায়াপুর অঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতারও প্রমাণ। অথচ প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে সেই ঐতিহ্য আজ ধ্বংসের মুখে। নদিয়া জেলার মায়াপুরের বামুনপুকুর অঞ্চলে অবস্থিত বল্লাল সেনের ঢিপি, স্থানীয়ভাবে পরিচিত বল্লাল ঢিপি নামে। রাজা বল্লাল সেনের স্মৃতি বহনকারী এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল।

প্রায় ১২শ শতকের সেন যুগের ইতিহাস বহনকারী এই ঢিপিকে ঘিরে রয়েছে বহু কিংবদন্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য। ১৯৮০ দশকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) এখানে খনন চালিয়ে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, ইটের দেওয়াল, মঠসদৃশ কাঠামো, মৃৎপাত্রসহ বহু নিদর্শন উদ্ধার করে। এসব প্রমাণই জানায়, এই অঞ্চল একসময় ছিল সমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদ বা রাজকীয় স্থাপনার কেন্দ্র। তবে ইতিহাসের এই মূল্যবান স্মারক আজ পড়ে রয়েছে চরম অবহেলার শিকার হয়ে। বহু জায়গায় ভেঙে পড়ছে ইটের বাঁধন, বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। সঠিক সাইনেজ, সুরক্ষাব্যবস্থা, কিংবা পর্যটকদের জন্য ন্যূনতম অবকাঠামো কিছুই নেই বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। রাতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি দিনদুপুরেও ভাঙচুর ও চোরাচালানের ভয় রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংরক্ষণে কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বল্লাল সেনের ঢিপি শুধুমাত্র একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়, এটি বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সঠিক পরিকল্পনা, সংরক্ষণ এবং প্রচারের মাধ্যমে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য এটি হতে পারে জীবন্ত পাঠশালা - যেখানে বইয়ের বাইরে ইতিহাসকে অনুভব করা যায়। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় - কেন এই অবহেলা? কেন এই উদাসীনতা?

যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্তে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, সেখানে আমাদের চোখের সামনেই একটি মূল্যবান ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে - নিঃশব্দে, নির্লিপ্তভাবে।

আজ বল্লাল সেনের ঢিপি যেন এক নিঃসঙ্গ প্রহরী - যে নিজের ভগ্ন শরীর নিয়ে পাহারা দিচ্ছে অতীতের স্মৃতিকে। কিন্তু সেই প্রহরীও হয়তো ক্লান্ত, অবহেলায় ক্ষতবিক্ষত।

সময়ের দাবি

এই ঐতিহাসিক স্থানকে নতুন করে ফিরে দেখা, সংরক্ষণ করা এবং তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। নচেৎ, ইতিহাসের এই অমূল্য সম্পদ একদিন চিরতরে হারিয়ে যাবে - মাটির গভীরে, বিস্মৃতির অতলে।

বল্লাল সেনের ঢিপি আজ শুধু একটি স্থান নয় - এটি আমাদের অতীত, আমাদের পরিচয়, আমাদের উত্তরাধিকার। আর সেই উত্তরাধিকারকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব।

যখন গোধূলির আলো ধীরে ধীরে মাটির বুকে মিশে যায়, তখন বল্লাল সেনের ঢিপির নীরবতা যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। ইতিহাসের সেই স্তব্ধ প্রহরী, আজও দাঁড়িয়ে - সময়ের কাছে পরাজিত নয়, বরং মানুষের বিস্মৃতির কাছে অবহেলিত।

নদিয়ার কৃষ্ণনগর-এর এই মাটিতে এখনও লুকিয়ে আছে অসংখ্য পদচিহ্ন - যেখানে হেঁটেছিলেন বল্লাল সেন, যেখানে গড়ে উঠেছিল স্বপ্ন, ভেঙে পড়েছিল সাম্রাজ্য, আর জন্ম নিয়েছিল ইতিহাস।

আজ সেই মাটিই যেন নীরবে ডাকে - 'আমাকে ভুলে যেও না, আমি তোমাদেরই অতীত।'

হয়তো কোনও একদিন, এই অবহেলার ধুলো সরিয়ে আবার জেগে উঠবে এই ঢিপি। আবার শোনা যাবে ইতিহাসের স্পন্দন, আবার ফিরে আসবে তার প্রাপ্য সম্মান। কিন্তু সেই দিন আসবে কি? নাকি সময়ের নির্দয় স্রোত একে চিরতরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে?

উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের মধ্যেই। কারণ ইতিহাস কখনও নিজে হারিয়ে যায় না — আমরাই তাকে হারিয়ে ফেলি।

মৌসুনি আইল্যান্ডের হাতছানি

ডাঃ শামসুল হক

প্রকৃতির প্রতি যদি থাকে নিবিড় আগ্রহ এবং সেইসঙ্গে যদি থাকে প্রাণভরা ভালোবাসা আর ভ্রমণকারীর অনুসন্ধিৎসু দুটি চোখ, তাহলে দেখা মিলতে পারে নতুন নতুন অনেক কিছুই। তাই তো কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক তাঁর কবিতায় আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন -
বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।

তা নদীর এই যে বাঁক, সেটা দেখা যেতে পারে যত্রতত্র ই । কিন্তু সমুদ্রের বাঁক, সত্যিই সে এক বিরল দৃশ্য। আর সেটা দেখা যেতে পারে যদি হাতে অল্প একটু সময় পেলেই আপনি ঘুরে আসতে পারেন মৌসুনি আইল্যান্ড থেকে। খুব একটা বেশি দূরেও নয় সেই পর্যটন কেন্দ্র।

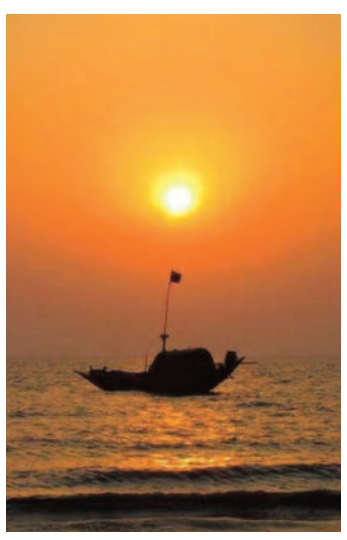

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নামখানাগামী ট্রেন ধরে অথবা ধর্মতলা থেকে বাসে নামতে হবে নামখানা স্টেশনে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে অথবা টোটোয় সোজা চলে আসুন বাগডাঙা ফেরিঘাটে। তারপর নৌকার হাওয়া খেতে খেতে চলে যান ওপারে। সেখানে আপনার অপেক্ষায় থাকা টোটোরাই অতি নিশ্চিন্তে আপনাকে পৌঁছে দেবে মৌসুনি আইল্যান্ডে। তবে সময় লাগবে একটু বেশিই। কারণ আঁকা বাঁকা অনেক পথ অতিক্রম করেই আপনাকে পৌঁছাতে হবে সেই স্বপ্ন পুরীতে। আর আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও। তবে নতুন একটা পর্যটন কেন্দ্র বলে প্রথমেই কিন্তু খটকা লাগতে পারে মনে। হয়তো মনে হবে, এখানে না এলেই বোধ হয় ভাল হতো । কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদল হবে সেই মনের । তারপর একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করবে মৌসুনি আইল্যান্ডকেও। সেই স্থানের মানুষজন এবং তাঁদের ব্যবহার ই আকৃষ্ট করবে সকলের মন।

মৌসুনি আইল্যান্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য হল সমুদ্রের জোয়ার এবং ভাটার নৈসর্গিক সৌন্দর্য। জোয়ারের সময় ছোট ছোট ঢেউ এর আছড়ে পড়া এবং ভাটার সময় জল কাদায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া সেই সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। অবশ্য অন্যান্য স্থানের চেয়ে সেখানকার সমুদ্র তটে বালির পরিমাণ অনেক কম বলে অনেকেই ভাটার সময় সেখানে নামতে ইতঃস্তত ও করেন। তখন তাঁরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে উপভোগ করেন ছোট বড় সকলের মাছ শিকার করার দৃশ্য এবং রঙবেরঙের হরেক প্রজাতির পাখির নিয়মিত আনাগোনাও । আর সেইসব দৃশ্য উপভোগ করতে করতেই কেটে যাবে বেশ কিছুটা সময়ও।

আছে যাতায়াতের নানান সুযোগ সুবিধাও।

সেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহমান সেই সমুদ্র অতি আচমকাই বাঁক নিয়েছে পুবের দিকে। আর সেটা দেখে মন ভরতে বাধ্য যে কোনো ভ্রমণ পিপাসুরই। তবে সুন্দরবন বদ্বীপ এলাকার বঙ্গোপসাগরের এই রূপ অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশিই ধীর এবং স্থির। হয়তো বা সাগর এবং নদী মোহনার মিলনস্থল বলেই তেমনই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে আমাদের।

কলকাতা থেকে মৌসুনি আইল্যান্ডের দূরত্ব ও খুব বেশি নয়। মাত্র একশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরের অতি মনোরম সেই স্থান থেকে ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসা যেতে পারে যেকোনো সময় । তাই হাতে এক কিংবা দুটো দিনের ছুটি মিললেই অতি সহজে মিটবে মনের সাধও।